ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

এবার কি বচ্চন পরিবার নিয়ে মুখ খুলতে যাচ্ছেন ঐশ্বরিয়া?

পৃঃ ৫

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবেন না স্টোকস

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৯৫ ● কলকাতা ● ২৪ চৈত্র, ১৪৩০ ● রবিবার ● ০৭ এপ্রিল, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ভূপতিনগরকাণ্ডে রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ের পদত্যাগ দাবি করেন নিশীথ প্রামাণিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আর বাকিমাত্র কয়েকটি দিন। তার আগেই পূর্ব মেদিনীপুরে ভূপতিনগরে বোমা বিস্ফোরণের তদন্তে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছে এনআইএ। আহত হয়েছে এক অফিসার। অন্যদিকে গ্রেফতার হয়েছে বোমা বিস্ফোরণকাণ্ডে অভিযুক্ত দুই স্থানীয় তৃণমূল নেতা। শনিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল রাজ্যরাজনীতি। শনিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের উপর হামলা চালানো হল। বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে গিয়ে আক্রান্ত হলেন এনআইএ আধিকারিকরা। এক অফিসার আহত হয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৫০-৬০ জনের একটি দল এনআইএ আধিকারিকদের উপর হামলা চালায়। তাঁদের গাড়িতে ইট ছোড়া হয়। গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। এই হামলার ঘটনায় সন্দেশখালির মত মহিলারা সামনের সারিতে ছিলেন বলে অভিযোগ। বিস্ফোরণের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে বলাই মাইতি ও মনোব্রত জানা নামে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। দুজনেই স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা। তাদের যখন গ্রেফতার করে নিয়ে এসে গাড়িতে তোলা হচ্ছিল, তখনই এনআইএ আধিকারিকদের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। এই হামলার ঘটনার

এরপর ৩ পাতায়

এন আই এ আর সিবিআই, বিজেপির ভাই ভাই: মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তপনের পরে হেমতাবাদ। শনিবার দুপুরে জোড়া সভা সেরে ফেললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাঁর প্রথম সভা ছিল উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপনে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে। সেই সভা সেরে মুখ্যমন্ত্রী চলে আসেন দ্বিতীয় সভাস্থলে যা উত্তরবঙ্গেরই উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদে ছিল।এদিন মমতা হেমতাবাদের সভা থেকে বলেন, ' এন আই এ আর সিবিআই, বিজেপির ভাই ভাই। ইনকাম ট্যাক্স আর ইডি বিজেপির ফান্ডিং বক্স। ওরা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে টাকা তুলছে আর বিজেপির ফান্ডে দিয়ে দিচ্ছে। চকলেট বোম ফাটালেও গ্রেফতার করছে। আমাদের হারানোর জন্য ভোট ম্যানেজারদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। বিজেপি যদি জয় নিয়ে এতই নিশ্চিত, তা হলে গ্রেফতার করতে হচ্ছে কেন? এন আইএ-কে পাঠাতে হচ্ছে কেন? বিজেপির যত রাগ শুধু তৃণমূলের উপরে। সিপিএম তো সবচেয়ে বড় চোরের দল। ৩৪ বছর ধরে চুরি করেছে। ওদের একটা নেতাকেও গ্রেফাতর করেনি। রাজ্যের অফিসারদের পরিবর্তন হবে, অত্যাচারী ইডি-সিবিআই-দের কেন পরিবর্তন হবে না? যত দোষ রাজ্যের বেলায়? ক্ষমতা থাকলে লড়াই করে জেত। আমার বুথ কর্মী, এজেন্টদের গ্রেফতার করবে না। আর আমাদের কর্মীদের বলছি, বিজেপি ৩টে প্ল্যান করেছে ভোটে জেতার। প্রথম প্ল্যান, যাঁরা পাহাড়া দেবে, তাঁদের টাকা দিয়ে কিনে নেওয়া। দুই, কিছু খাওয়ানোর নাম করে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া। তিন, লোডশেডিং করে দিয়ে বাক্স দখল করা। চিপ ঢুকিয়ে দেওয়া। এমন কাউকে পাহাড়া দেওয়ার জন্য রাখবেন না, যাঁরা বিশ্বস্ত নয়। প্রয়োজনে আবার মা-বোনেরা পাহারায় থাকবেন। বুথে বসবেন। কারণ তাঁরা সবাইকে চেনেন।'সেখানে তিনি রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যানীর সমর্থনে সভা করেন। এই দুই সভা থেকেই তিনি এদিন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভূপতিনগরের বুকে এন আইএ'র অভিযান নিয়ে সরব হন। তবে লক্ষ্যণীয় ভাবে তিনি হেমতাবাদের সভা থেকে কেন্দ্রীয় এজেন্সির আধিকারিকদের দিকেও সতর্কবার্তাও ছুঁড়ে দেন। সাফ জানান, 'মনে রাখবেন, বিজেপি সারাজীবন ক্ষমতায় থাকবে না। কিন্তু যে আধিকারিকেরা এটা করছেন, তাঁদের বলছি, আমরা সব নজরে রাখছি। ভুলে যাচ্ছি না। আমি ভয় দেখাচ্ছি না। আরশোলা কামড়ালেও মানবাধিকার কমিশন আসছে।'

ভূপতিনগরে এনআইএ'য়ের উপর হামলার ঘটনায় কড়া নির্বাচন কমিশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভূপতিনগরে এনআইএ'য়ের উপর হামলার ঘটনায় কড়া নির্বাচন কমিশন। এই ঘটনায় মুখ্যসচিবের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করল কমিশন। একই সঙ্গে জেলার পুলিশ সুপারকেও রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

যদিও বাহি ব্যবসার আড়ালে বোমা তৈরি করা হত বলে অভিযোগ সামনে আসে। এমনকি ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এরপর হাইকোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্তভার যায় এনআইএ'র হাতে। সেই মতো ঘটনার তদন্ত করছে তদন্তকারী সংস্থা। আজ শনিবার ঘটনাস্থলে যান এবং দুজনকে গ্রেফতার করে। এরপরেই উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। এবং হামলা করা হয় এনআইএ'র উপর ।রাজ্যর আইনশৃঙ্খলা নিয়ে মোটেই সন্তুষ্ট নয় কমিশন । তা নিয়ে গত কয়েকদিন আগেই অসন্তোষ প্রকাশ করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন।

এই অবস্থায় আজ শনিবার আইনশৃঙ্খলা ইস্যুতে উচ্চ পর্যায়ের একটি বৈঠক হচ্ছে কমিশনে। এর মধ্যেই ভূপতিনগরে এনআইএ'য়ের উপর হামলার ঘটনা। যা মোটেই ভালো চোখে নিচ্ছে না কমিশন। ঘটনার পরেই কমিশনে রাজ্য পুলিশের ডিজি, পুলিশ সুপার (পূর্ব মেদিনীপুর), এসডিপিও ও ভূপতিনগরের ওসি-র বিরুদ্ধে

এরপর ৩ পাতায়

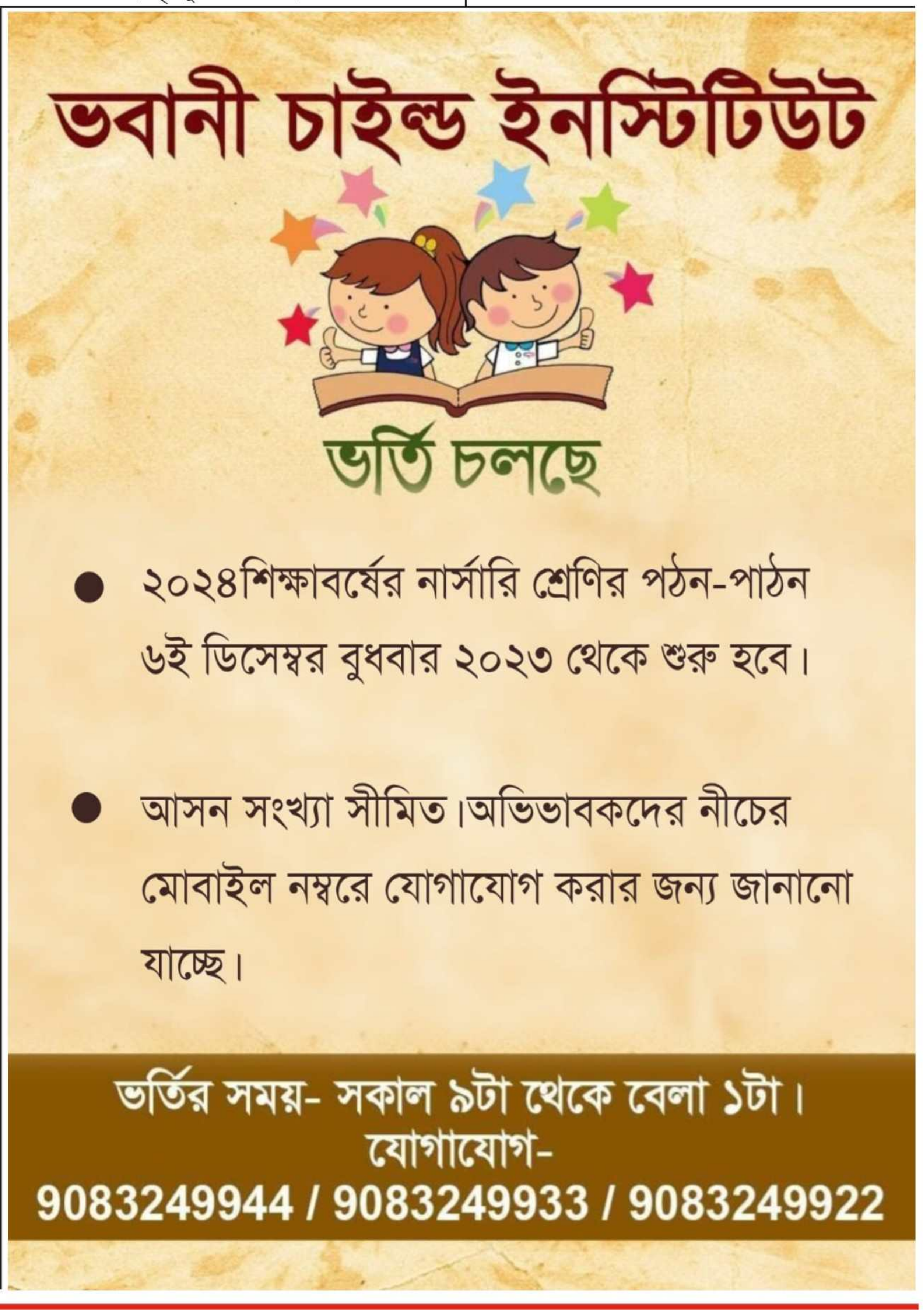

বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আগে মালদহের একটি বেসরকারি হোটেলে পর্যালোচনা বৈঠক সারলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিলেন কড়া বার্তাও।

বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন অভিষেক, তখনই তাঁর পিছনে পড়ে যান দলীয় বিধায়ক। সাংবাদিক বৈঠক ফেলে সেদিকেই ছুটে যান তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।অভিষেক আরও বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়কে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করার পিছনে মালদহের অবদান অনস্বীকার্য। এখানে যেভাবে উন্নয়নের ধারা বজায় রয়েছে তাতে আমরা এবার লোকসভা নির্বাচনে দুটি আসনেই জয়লাভের বিষয়ে ভীষণ আত্মবিশ্বাসী।

অভিষেকের এই কথা বলার সময়ই পিছন থেকে কয়েকজন চিতকার করে ওঠেন। অভিষেক ঘুরে দাঁড়িয়ে নিরাপত্তারক্ষীর কাছে জানতে চান কী হলো? তাঁকে বলা হয়, বিধায়ক পড়ে গিয়েছেন। অভিষেক কালক্ষেপ না করে সাংবাদিক বৈঠক ফেলে সেদিকে ছুটে যান।

মানিকচকের বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পড়ে যান। তা দেখে কয়েকজন উদ্বেগে চিৎকার করে ওঠেন। যদিও জানা গিয়েছে, ভারসাম্য না রাখতে পেরেই তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। তেমন কোনও অসুস্থতা নেই। সাবিত্রীর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।বৈঠকের শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন অভিষেক, তখনই তাঁর পিছনে পড়ে যান দলীয় বিধায়ক। সাংবাদিক বৈঠক ফেলে সেদিকেই ছুটে যান তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।অভিষেক জানান, এদিনের পর্যালোচনা বৈঠকে হাজির ছিলেন মালদহ উত্তর ও মালদহ দক্ষিণ আসনের নির্বাচনী কমিটির সদস্য, প্রার্থী, বিধায়ক, ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। পঞ্চায়েত প্রধানদের সঙ্গে কাল ভার্চুয়াল বৈঠক করবেন অভিষেক।

মালদহ দক্ষিণের মধ্যে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা ও সামশেরগঞ্জ পড়ে। সেখানকার বিধায়ক-সহ দলীয় নেতৃত্বও হাজির ছিলেন বৈঠকে। সূত্রের খবর, পঞ্চায়েত, পুরসভা দখলে থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু এলাকায় বিজেপি কীভাবে এগিয়ে গেল তা নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেন অভিষেক। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বরদাস্ত করা হবে না বলেও বার্তা দেন।

অভিষেকের কথায়, ২০১৯ সালে একটি আসন বিজেপি পেয়েছিল, অপরটিতে জিতেছিলেন কংগ্রেসের আবু হাসেম খান চৌধুরী। কিছু জায়গায় আমাদের সাংগঠনিক দুর্বলতা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। তবে ২০২১ সালে এখানকার মানুষ আমাদের বিপুল আশীর্বাদ করেছেন, পঞ্চায়েত ভোটেও জনসমর্থন পেয়েছি।

ছত্তীসগঢ়ে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত তিন মাওবাদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ছত্তীসগঢ়ে নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে নিহত তিন মাওবাদী। গভীর জঙ্গলে গুলির লড়াইয়ে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তেলঙ্গানা পুলিশের বিশেষ দল, মাওবাদী-বিরোধী ফোর্স যৌথ ভাবে অভিযান চালিয়ে ওই তিন জনকে নিকেশ করেছে।গত জানুয়ারি মাসে ছত্তীসগঢ়ে নিরাপত্তা বাহিনীর শিবিরে হামলা চালিয়েছিল মাওবাদীরা। তাতে তিন জওয়ানের মৃত্যু হয়েছিল। গুরুতর আহত হয়েছিলেন অন্তত ১৪ জন। তার পর ফেব্রুয়ারি মাসে তেলঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং কেরলের ছ'টি ঠিকানায় মাওবাদীদের গোপন ডেরায় তল্লাশি অভিযান চালিয়েছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। শীর্ষ স্তরের মাওবাদী নেতার থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই এই অভিযান বলে জানা গিয়েছিল সূত্র মারফত। সে বার বেশ কিছু নথিপত্র, প্রচার-পুস্তিকা, মোবাইল, সিমকার্ড এবং নগদ ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা উদ্ধার করেছিল এনআইএ। বিজাপুরে নিরাপত্তারক্ষীদের হামলায় আরও তিন মাওবাদীর মৃত্যু হল।ছত্তীসগঢ়ে তেলঙ্গানার সীমানা সংলগ্ন বিজাপুর জেলায় পুজারী কাঙ্কের জঙ্গলে শনিবার মাওবাদীদের খোঁজে অভিযান চালান নিরাপত্তারক্ষীরা।অন্ধ্র ও তেলঙ্গানা পুলিশের বিশেষ গ্রেহাউন্ডস বাহিনী, তেলঙ্গানার মাওবাদী-বিরোধী বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে মাওবাদীদের গুলির লড়াই শুরু হয়। তাদের সহায়তার জন্য ছত্তীসগঢ় পুলিশের একটি দলও সেখানে উপস্থিল ছিল।

সূত্রের খবর, জঙ্গলের ভিতর মাওবাদীদের আস্তানার খোঁজে গিয়েছিলেন নিরাপত্তারক্ষীরা। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে তাদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলেছে। নিরাপত্তারক্ষীদের গুলিতে তিন জনের মৃত্যু হয়েছে ঘটনাস্থলেই। সেখান থেকে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। দুষ্কৃতী দলের বাকি সদস্যদের খোঁজে ইতিমধ্যে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

কিছু দিন আগে এই বিজাপুরেই নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে আরও এক বার সংঘর্ষ বেধেছিল মাওবাদীদের। এনকাউন্টারে ১৩ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছিল তাতে। নিহতদের তালিকায় তিন জন মহিলাও ছিলেন। তার পর বিজাপুরের জঙ্গলে নতুন করে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।

দু'সপ্তাহ পরে লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দু'সপ্তাহ পরে লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। বিজেপি এবং বিরোধী পক্ষ, দুই শিবিরই মনে করছে, এখনও ভোটের তেমন 'হাওয়া' ওঠেনি। বিরোধী শিবিরের পক্ষে বিরাট জনসমর্থন তৈরি হয়নি সেটা ঠিক। কিন্তু বিজেপির পক্ষেও যে প্রবল ঢেউ উঠেছে, তা-ও নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধী শিবিরের আশা, এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, তাতে লোকসভা নির্বাচন একতরফা হবে এমন নয়।কংগ্রেস নেতৃত্বের একটাই আশঙ্কা যে মোদী আগামী ১৪ দিনে নতুন বিষয় এনে বিজেপির পক্ষে প্রবল ঢেউ তৈরি করতে পারেন। তা হলে আর রাহুলের কথা মতো 'সমানে সমানে টক্কর' হবে না। বিজেপি নেতারাও সে দিকেই তাকিয়ে।ইন্ডিয়া'র এক নেতার দাবি, "রামমন্দিরের উদ্বোধন ঘিরে হিন্দু ভাবাবেগ তৈরি হয়েছিল। তার পরে আড়াই মাস কেটে গিয়েছে। বিজেপি রামমন্দিরের আবেগে ভর করেই ভোটে উতরে যাবে ভেবেছিল। মনে হচ্ছে, বিজেপির হিসেবে ভুল হয়েছে।" বিরোধী শিবিরের নেতাদের দাবি, বিজেপিও এখন তা বুঝতে পারছে। আর সে কারণেই বিরোধী নেতাদের গ্রেফতার করা হচ্ছে, যে কোনও বিরোধী নেতাকে বিজেপিতে টেনে এনে প্রার্থী করে দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি নেতৃত্ব মরিয়া। কারণ উত্তর ভারতে গত ভোটেই বিজেপি খুব ভাল ফল করেছিল। সেখানে আর আসন বাড়ানোর সুযোগ নেই। কর্নাটক, বিহার, মহারাষ্ট্রেও বিজেপি বা এনডিএ-র যেমন আগের বারের মতো ভাল ফল করা কঠিন, তেমন সেখানে আসন কমলে দক্ষিণের অন্যান্য রাজ্য থেকে তা পূরণ করাও কঠিন।রাহুল গান্ধী আজ কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে দাবি করেছেন, "আমি ভবিষ্যতদ্রষ্টা নই। তবে আমার বিশ্বাস, যে রকম প্রচার হচ্ছে, সেই তুলনায় অনেক বেশি, সমানে সমানে টক্কর হবে।"

১০ বছর আগে ইউপিএ সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, তার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর 'অচ্ছে দিন'-এর স্বপ্ন দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটের ঠিক আগে, পুলওয়ামায় সিআরপি কনভয়ে জঙ্গি হানা ও তার জবাবে বালাকোটে বায়ুসেনার অভিযান দেশ জুড়ে জাতীয়তাবাদের আবেগ উস্কে দিয়েছিল। তেমন হাওয়া এখনও পর্যন্ত তৈরি হয়নি। মোদী অবশ্য আগেই বলে রেখেছেন, বিজেপি ৩৭০ আসন জিততে চলেছে এবং ৫৪৩ আসনের লোকসভায় এনডিএ-র আসন সংখ্যা চারশো পেরিয়ে যাবে। উল্টো দিকে রাহুল রামলীলা ময়দানের জনসভায় দাবি করেছেন, 'ম্যাচ-ফিক্সিং' না হলে বিজেপি ১৮০-তে নেমে আসবে।বিজেপি শিবিরের যুক্তি, রাহুলের দাবি ভিত্তিহীন। রামমন্দির ঘিরে দেশে হিন্দুদের মধ্যে আবেগ তৈরি হয়েছে। মোদী সরকারের কাজে সকলেই খুশি। সর্বোপরি বিরোধী শিবিরে নরেন্দ্র মোদীর বিকল্প কেউ নেই। সেই কারণে বিজেপি ২০১৯-এর থেকেও বেশি আসনে জিততে চলেছে। আজ রাহুল পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন, "অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময়েও একই রকম আবহ তৈরি করা হচ্ছিল। ইন্ডিয়া শাইনিং-এর প্রচার চলছিল। এ বার তার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাত্রা যোগ হয়েছে। কিন্তু সে বারের নির্বাচনে কে জিতেছিল, তা মনে করুন।"

দেশ বাঁচানো সরকারের কাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে জেলায় জেলায় প্রচারে নেমেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গে রয়েছেন তিনি। শনিবার দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের পর উত্তর দিনাজপুরের হেমতাবাদে প্রার্থীদের সমর্থনে জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।ভোটের আগে তড়িঘড়ি রান্নার গ্যাসের দাম কমানো নিয়ে ফের কেন্দ্রকে একহাত নিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, "এখন নির্বাচনের আগে দাম কমিয়েছে গ্যাস সিলিন্ডারের। তার পর কিন্তু মনে রাখবেন ফের হাজার টাকা হবে। তখন বলতে হবে, হাজার টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনা পয়সার চাল।" হেমতাবাদের সভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো নানা দিক থেকেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে নানা তিরে বিদ্ধ করে জনসমর্থন টেনে রাখতে চাইলেন ঘাসফুলের দিকে। আর সেখান থেকেই মোদির গ্যারান্টি চাইলেন তৃণমূল সুপ্রিমো! বললেন, "আগে গ্যারান্টি দাও দেশ বেচবে না, দেশ বাঁচাবে।" আরও উসকে দিলেন 'মোদি গ্যারান্টি' বনাম 'দিদি গ্যারান্টি'। চব্বিশের ভোটে তৃণমূল বনাম বিজেপি লড়াইয়ে যা শাসকদলের নতুন স্লোগান।

এরপর ৩ পাতায়

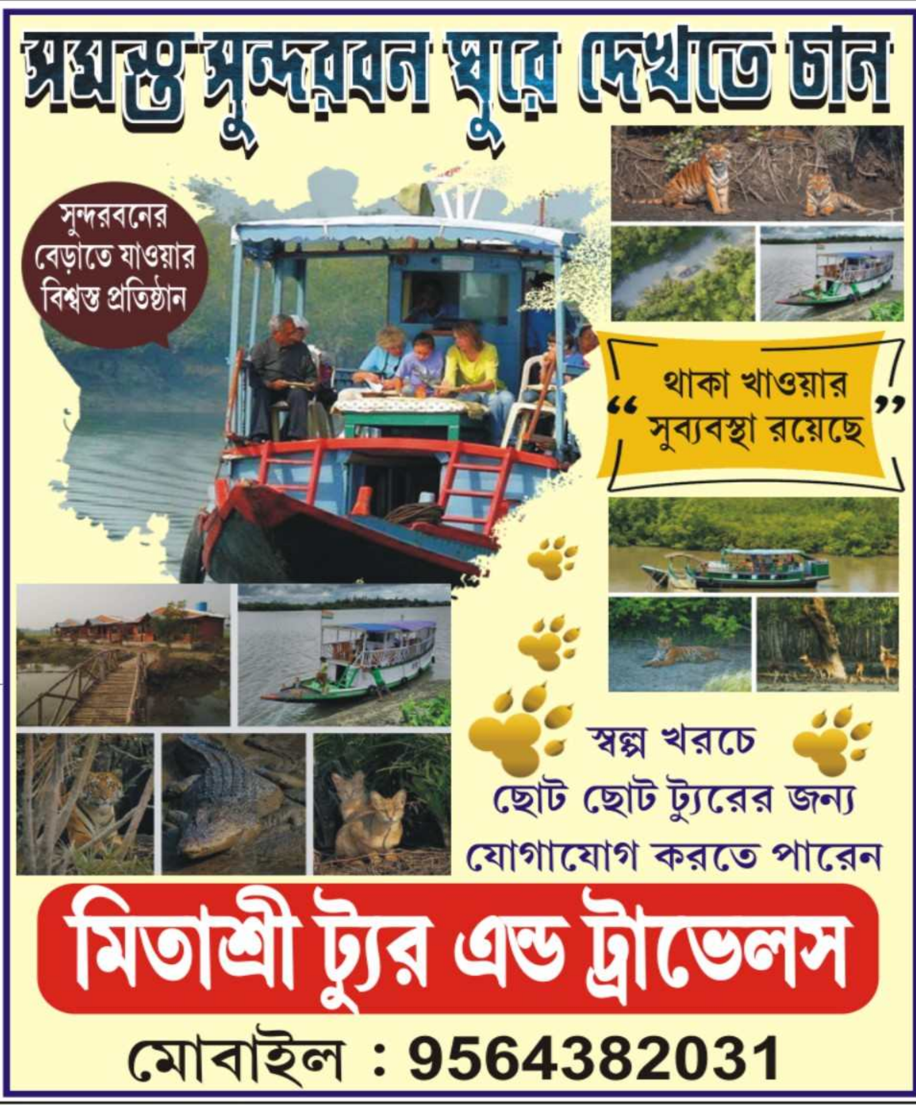

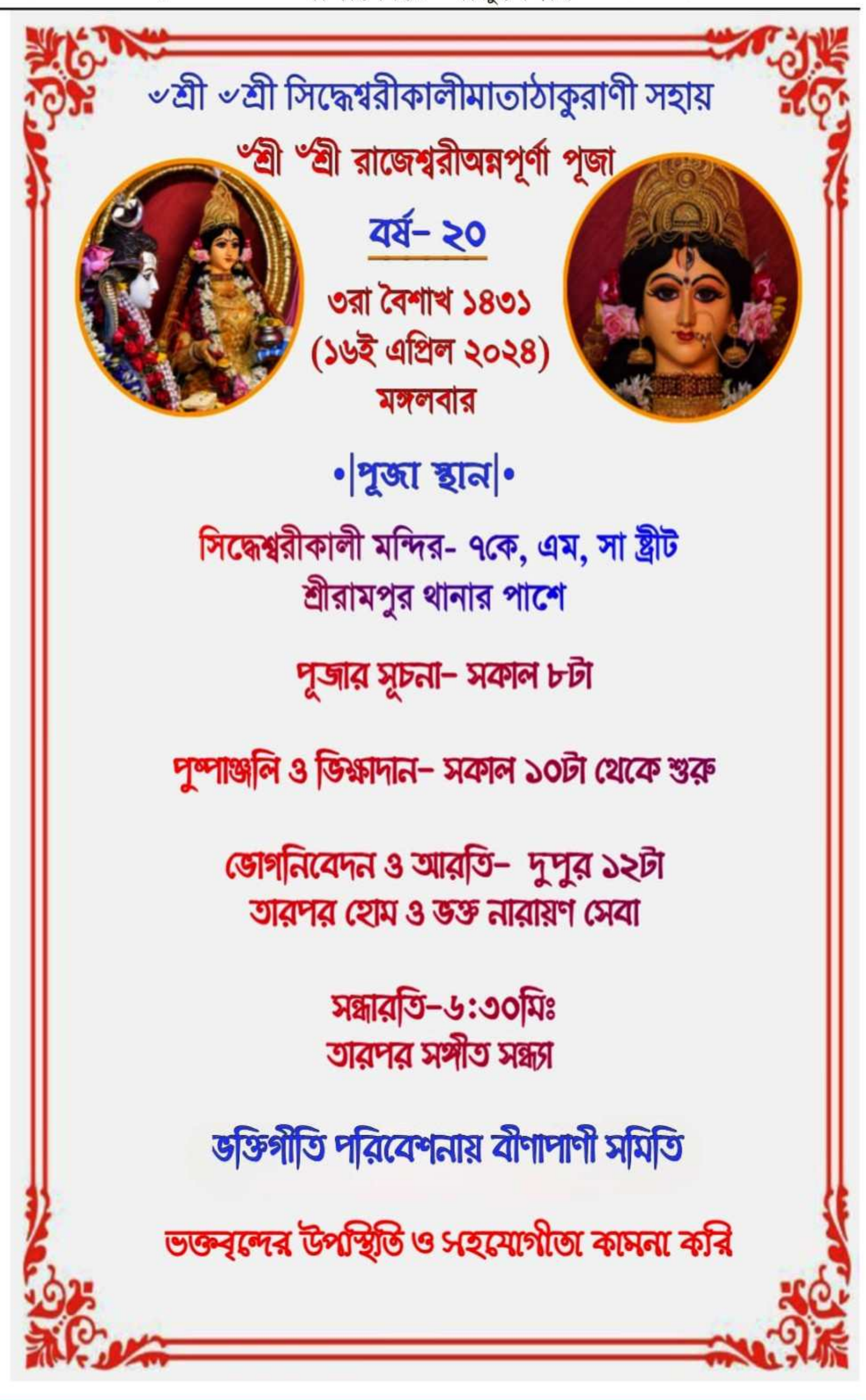

২ পাতার পর

দেশ বাঁচানো সরকারের কাজ

তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে হেমতাবাদে জনসভা মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ের। ছবি: সোশাল মিডিয়া।

শনিবার দুপুরে রায়গঞ্জের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে চিরাচরিত ভঙ্গিতে কেন্দ্র সরকারকে আক্রমণ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদির উদ্দেশে মমতা বলেন, "মোদির গ্যারান্টি মোদির ছবি। আর রাজ্য সরকারের গ্যারান্টি, আমি নই, আমি সামান্য এক মানুষ। রাজ্য সরকারের গ্যারান্টি মা-মাটি-মানুষ। গ্যারান্টি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, গ্যারান্টি বার্ধক্যভাতা। আর মোদি? আগে গ্যারান্টি দাও দেশ বেচবে না, দেশ বাঁচাবে। দেশ বাঁচানো সরকারের কাজ। কিন্তু এই সরকার সমস্ত বেচে দিচ্ছে। তার আবার গ্যারান্টি!"

১-ম পাতার পর

ভূপতিনগরে এনআইএ'য়ের উপর হামলার ঘটনায় কড়া নির্বাচন কমিশন

পদক্ষেপ নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন।

এমনকি বিস্তারিত রিপোর্টও বিজেপির তরফে মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে জমা দেওয়া হয়েছে। এরপরেই এহেন পদক্ষেপ বলে জানা যাচ্ছে। কমিশন সূত্রে খবর, ভুপতিনগর ন্যাশনাল এজেন্সির উপরে আক্রমণ নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হবে। খুব দ্রুত সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে যাতে পাঠানো সম্ভব হয় তা নিয়েও কমিশন সিদ্ধান্ত এদিন নিতে পারে বলে খবর।

পাশাপাশি রিপোর্টের ভিত্তিতে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে বলেও কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার পরেই কলকাতায় মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হন বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া। ঘটনার বিষয়ে বিস্তারিত নালিশ জানান।

পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি নেতা বলেন, রাজ্যে আরও একবার কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর হামলার ঘটনা ঘটল। এই বিষয়ে বাংলার পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। এই বিষয়ে হাতে ব্যবস্থা করা হয় সেই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ কমিশনে জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানান শিশির বাজোরিয়া।

বলে রাখা প্রয়োজন, গত ২০২২-এর দোসরা ডিসেম্বরে বিস্ফোরণে কেঁপে উঠেছিল ভূপতিনগর। কাঁথিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার আগের রাতে ঝলসে মৃত্যু হয় অন্তত তিনজনের। তৃণমূলের বুথ সভাপতি রাজকুমার মান্না, তাঁর ভাই দেবকুমার মান্না ও বিশ্বজিত গায়েনের বিরুদ্ধে বেআইনি বাজি কারবারের অভিযোগ উঠেছিল।

১-ম পাতার পর

ভূপতিনগরকাণ্ডে রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ের পদত্যাগ দাবি করেন নিশীথ প্রামাণিক

তদন্ত শুরু হয়েছে।এদিন ভূপতিনগরকাণ্ডে রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধয়ায়ের পদত্যাগ দাবি করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিদায়ী সাংসদ নিশীথ প্রামাণিক।

এদিন নিশীথ প্রামাণিক বলেন, 'অবিলম্বে পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।' তিনি আরও বলেন, রাজ্যে আইনের শাসন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। তারপরই তাঁর প্রশ্ন, 'বাংলায় কেন বারবার কেন্দ্রীয় এজেন্সির উপর আক্রমণ হচ্ছে। অবিলম্বে পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।' তিনি আরও বলেন মমতার লাগাতার উস্কানির জেরেই তৃণমূল নেতারা এনআইএ-র ওপর হামলা করার সাহস পেয়েছে। তিনি মনে করিয়ে দেন, সম্প্রতি মাথাভাঙার রাজনৈতিক সভায় এনআই -র বিরুদ্ধে লাগাতার উস্কানির জন্যই আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। তিনি আরও বলেন, ওসি, এসডিপিও, এসপি, ডিজিপি-র বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার। তিনি বলেন এই আর্জি জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।লোকসভা ভোটে সন্দেশখালি ইস্যুকে হাতিয়ার করে এগিয়ে যেতে চাইছে বিরোধীরা। এবার সন্দেশখালির সঙ্গে জুড়ে গেল ভূপতিনগরের ঘটনা। বিজেপির দাবি সন্দেশখালির ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে ভূপতিনগরে। বিজেপির এনআইএ-র ওপর হামলার ঘটনাকে সন্দেশখালি পার্ট ২ বলে দাবি করেছে।

শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কমিশনের কন্ট্রোলরুমে ভোটের সরাসরি সম্প্রচার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় তিনটি কেন্দ্রে কোথায়, কোন বুথে কত বাহিনী মোতায়েন করতে হবে, তা স্থির করতে আজ, শনিবার প্রাথমিক আলোচনায় বসছেন বিশেষ সাধারণ পর্যবেক্ষক অলোক সিন্‌হা এবং পুলিশ পর্যবেক্ষক অনিলকুমার শর্মা। দু'জনেই পৌঁছে গিয়েছেন শহরে।গত বিধানসভা থেকেই ৮৫ বছরের উর্ধ্বে ভোটারদের বাড়ি গিয়ে ভোট নেওয়ার পদ্ধতি চালু করেছিল কমিশন। প্রথম তিনটি কেন্দ্রের জন্য ওই ভোটগ্রহণ শুক্রবার শুরু হয়ে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। প্রবীণদের পাশাপাশি ৪০% এর বেশি বিশেষ ভাবে সক্ষম ভোটারেরাও এই সুবিধা পাবেন। কমিশন সূত্রের তথ্য, কোচবিহারে ২২৯২ জন প্রবীণ এবং ৭৬১ জন বিশেষ ভাবে সক্ষম ভোটার রয়েছেন। জলপাইগুড়িতে সেই সংখ্যা যথাক্রমে ২৪৮৬ এবং ১৩২৩ জন। আলিপুরদুয়ারে যথাক্রমে ১৯১১ এবং ৯৬২ জন এমন ভোটার রয়েছেন।প্রথম দফায় ভোট হবে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি লোকসভা আসনে।তার আগে ১০ এপ্রিল সব জেলাশাসকের সঙ্গে নিরাপত্তা মোতায়েন নিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ের বৈঠক করার কথা দুই বিশেষ পর্যবেক্ষকের। সেখানে থাকবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-ও।

রাজ্যে এখন ১৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে। কমিশনের হিসেবে একটি লোকসভা কেন্দ্রের সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা দিতে লাগবে ১১২ কোম্পানি বাহিনী। সেই সূত্রে তিনটি কেন্দ্রের জন্য দরকার অন্তত ৩৩৬ কোম্পানি। ১৯ এপ্রিলের আগে তা আসবে কি না, তা সম্ভবত দুই বিশেষ পর্যবেক্ষকের বৈঠকের উপরে নির্ভর করবে বলে মনে করা হচ্ছে।কমিশন সূত্রের খবর, এ বারই প্রথম সব বুথে ওয়েবকাস্টিংয়ের (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কমিশনের কন্ট্রোলরুমে ভোটের সরাসরি সম্প্রচার) সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই) প্রযুক্তি কাজে লাগানো হবে। তা নিয়ে এ দিন বৈঠক করেছেন কমিশনের কর্তারা। তাঁদের দাবি, বুথের মধ্যে অবাঞ্ছিত কিছু ঘটলেই তা জানান দেবে ওই প্রযুক্তি। ফলে ভুয়ো ভোট বা অন্য যে-কোনও গোলমাল ঠেকানো যাবে আরও সক্রিয় ভাবে।

অন্য দিকে এ দিন তৃণমূলনেত্রী মমতার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আপত্তিকর শব্দ প্রয়োগের অভিযোগ কমিশনকে জানিয়েছে বিজেপি। তাদের অভিযোগ, কোচবিহারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উল্লেখ করার সময় ওই আপত্তিকর শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছিল। ঘটনার ভিডিয়ো ক্লিপও কমিশনকে দিয়েছে বিজেপি।

ভোটের দিন বুথে কোনও রাজ্য পুলিশ থাকবে না, বুথে থাকবেন শুধু সেন্ট্রাল ফোর্সের জওয়ানরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটের প্রথম দফায় বাংলায় তিনটি আসনে ভোটগ্রহণ করা হবে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার।বাংলায় এবার লোকসভা ভোটে মোট ৯২০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যা সর্বকালীন রেকর্ড। তবে অতীতেও দেখা গিয়েছে, কখনওই একসঙ্গে পুরো বাহিনী আসে না। কারণ গোটা দেশে ভোট হচ্ছে। তবে কমিশন সূত্রে বলা হচ্ছে, প্রথম তিন-চার দফায় অনেক রাজ্যে ভোট হয়ে যাবে। তার পর সেই বাহিনী বাংলায় আনতে অসুবিধা হবে না। ভোট অবাধ ও সুষ্ঠু করতে চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখবে না কমিশন।প্রথম দফার এই তিন আসনেই সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচন কমিশন। ভোটের দিন বুথে কোনও রাজ্য পুলিশ থাকবে না। বুথে থাকবেন শুধু সেন্ট্রাল ফোর্সের জওয়ানরা।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন মাথায় রেখেই উত্তর থেকে দক্ষিণে ভোট সাজাল কমিশন । বাংলায় ইতিমধ্যে ১৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। তার পর আরও ১০০ কোম্পানি বাহিনী ঢুকছে। কমিশন সূত্রে বলা হচ্ছে, প্রথম দফায় ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করাতে আর যা বাহিনী প্রয়োজন তা ১০ তারিখ নাগাদ বাংলায় ঢুকে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।লোকসভা নির্বাচনের জন্য বাংলায় দু'জন স্পেশাল অবজার্ভার বা পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন জেনারেল স্পেশাল অবজার্ভার। তিনি হলেন প্রাক্তন আমলা অলোক সিনহা। দ্বিতীয়জন হলেন প্রাক্তন আইপিএস অফিসার অনিল কুমার শর্মা। তিনি

এরপর ৪ পাতায়

৫০০ বছরের পুরনো অগ্রদ্বীপের মেলা, বহু ভক্ত সমাগম হয় নিজের ঠাকুরকে নিয়ে

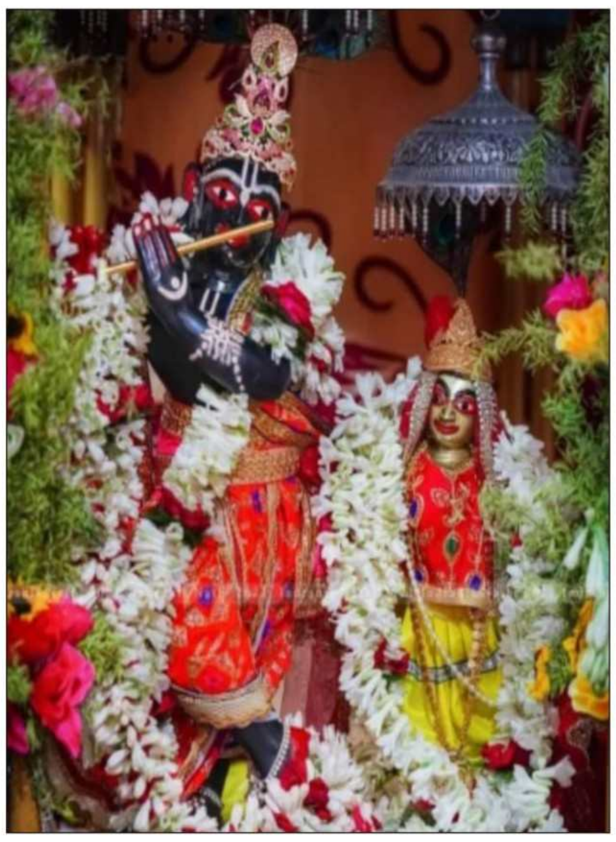

নদিয়া : নিউজ সারাদিন : পূর্ব বর্ধমানের ক্ষুদ্র জনপদ অগ্রদ্বীপ। এই অঞ্চলটি গোপীনাথ এবং বৈষ্ণব সাধক গোবিন্দ ঘোষের কারণে খ্যাত। ফি-বছরই চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে এখানে মেলা বসে। এই মেলাটি অগ্রদ্বীপের গোপীনাথের মেলা নামে পরিচিত। যখন জমিদারি ব্যবস্থা ছিল অগ্রদ্বীপ ছিল কৃষ্ণনগর মহারাজদের জমিদার ভুক্ত। ভারতচন্দ্রের অন্নদা মঙ্গলে এই বিষয়ে লেখা আছে " রাজ্যের উত্তরসীম মুর্শিদাবাদ/ পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগিরথি খাদ "। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে সময় রাজত্ব করতেন তখন কোন একবার কলকাতার শোভাবাজারে রাজা নবকৃষ্ণদেব গোপীনাথ কে নিয়ে গিয়ে আর সেই বিগ্রহ ফেরত দিতে চাইছিলেন না। এই সত্য আমরা তীর্থমঙ্গল কাব্যেও দেখি । কিন্তু যেই উপায়েই হোক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেই গোপীনাথ ঠাকুর কে ফেরত নিয়ে এসে ছিলেন।এই মেলার প্রাণকেন্দ্রে রয়েছেন সাধক গোবিন্দ ঘোষ এবং তাঁর আরাধ্য গোপীনাথ।

স্থানীয় বাসিন্দা এবং গোপীনাথের সেবকেরা জানান, এই মেলাকে কেন্দ্র করে অগ্রদ্বীপ এবং তার চার পাশের দু' থেকে তিন কিলোমিটার এলাকা প্রায় মিলনতীর্থের চেহারা নেয়। এই গোপীনাথ ঠাকুর কে কেন্দ্র করে অগ্রদ্বীপ যে প্রচারে আলো এসেছে সেটা বলা যাবে না ঠিক আবার মহারাজ লক্ষণ সেনের সময়ের অগ্রদ্বীপ যা নবদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার কন্টক নগর যা কাটোয়ার মাঝে ছিল সেটারও প্রমাণ পাওয়া যায় এড়ু মিশ্রের লেখাতে। এই শু প্রাচীন অগ্রদ্বীপে বিখ্যাত হলো শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ভক্ত সংগীত রসোগ্য গোবিন্দ ঠাকুরের শ্রী পাঠ। ২০১৪ থেকে প্রতি বছর দশ থেকে ১২ লক্ষ মানুষ এই মেলায় আসেন। চারশো থেকে পাঁচশো আখড়া তৈরি হয় পুণ্যার্থীদের সেবা করার জন্য।

এই মেলা হল একদিন চিরে আর একদিন অন্য মহোৎসবের কাহিনী কেন্দ্র করে এই মেলা। নদীয়ার বিশেষ করে শান্তিপুর নবদ্বীপ কৃষ্ণনগর সহ অনেকাংশের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তরা এই উৎসব উপলক্ষে অগ্রদ্বীপে দু-তিন দিন থেকে গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ সহ অন্য মহোৎসবের আয়োজন করে। অনেকে মনে করেন, ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দের ফালগুনে অগ্রদ্বীপে ভক্ত গোবিন্দ ঘোষের কাছে এসে ছিলেন শ্রীচৈতন্য। এখানে শ্রীচৈতন্যে একটি কৃষ্ণের বিগ্রহ তৈরি করিয়ে প্রতিষ্ঠা করে তাঁর নাম দেন গোপীনাথ। এই গোপীনাথের সেবার ভার গোবিন্দ ঘোষের হাতে দিয়ে তিনি নীলাচলে চলে যান। অনেকে মনে করেন, ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে চৈত্রের কৃষ্ণপক্ষের একাদশী তিথিতে মারা গেছিলেন শ্রীচৈতন্যের একনিষ্ঠ ভক্ত এবং তাঁর অষ্ট পার্ষদের অন্যতম গোবিন্দ ঘোষ। তিনি ছিলেন গোপীনাথের সেবক। সেই তিথিকে স্মরণে রাখতে ফি-বছরই এই তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় গোবিন্দ ঘোষের পারলৌকিক বা চিড়ে মহোৎসব। স্বয়ং গোপীনাথ এক মাস ধরে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন এবং শ্রাদ্ধকালীন কাছা ধারণ করেন। গোবিন্দ ঘোষের পারলৌকিক ক্রিয়ায় পিণ্ডদানের জন্যই এই আয়োজন। জনশ্রুতি আছে, শিশুপুত্রের মৃত্যুর পরে শোকে পাগলের মতো অবস্থা হয়েছিল গোবিন্দ ঘোষের। সেই সময়ে গোপীনাথ তাঁকে স্বপ্নে দেখা দেন। তিনিই পুত্র হিসেবে গোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধ করবেন বলে তাঁকে আশ্বাস দেন। সেই কথা মেনে গোবিন্দ ঘোষের মৃত্যুর পরে তাঁর শ্রাদ্ধ করেন গোপীনাথ। অনেকে বলেন, একমাত্র এখানেই নাকি ভগবান ভক্তের শ্রাদ্ধ করেন। সেই প্রথা এখনও চলছে।

প্রায় ৪৩১ বছর ধরে এই মেলা ধারাবাহিক ভাবে আয়োজিত হয়ে আসছে। আগে অগ্রদ্বীপের খ্যাতি ছিল ছিল বারুণীর স্নান উৎসবের জন্যই। এই বারুণী স্নান হয়, চৈত্রের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে। জনশ্রুতি আছে, এই উৎসবের সূচনা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের অনেক আগেই। বহু দিন থেকেই বাংলা, বিহার, বাংলাদেশ এবং ওড়িশার নানা প্রান্ত থেকে মানুষ অগ্রদ্বীপে বারুণীর স্নানে শামিল হতে আসতেন।

শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত রয়েছে "গোবিন্দ,মাধব, বাসুঘোষ তিন ভাইয়ের কীর্তনে মহাপ্রভু পায়েন সন্তোষ।" অর্থাৎ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব গোবিন্দ বাসু আর মাধব ঘোষের যে কীর্তন দল ছিল তাদের সেই দলের কীর্তন শুনতে বড় ভালবাসতেন।

রেভারেন্ড ফাদার জেমস লঙের 'দ্য ব্যাঙ্কস অব ভাগীরথী' থেকে জানা যায়, ১৮২৩ সালে অগ্রদ্বীপের এই গোপীনাথ-বারুণী মেলার আগত ভক্তের সংখ্যা ছিল এক

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৯৫ সংখ্যা ০৭ এপ্রিল, ২০২৪ রবিবার ২৪ চৈত্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

এনআইএ-র উপর হামলার ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে

এনআইএ-র উপর হামলার ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। এক্স হ্যান্ডলে (সাবেক টুইটার) এমনই দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এর প্রেক্ষিতে রাজ্য পুলিশের ডিজি, পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার-সহ পুলিশ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন নির্বাচন কমিশনে জানিয়েছেন তিনি।

ভূপতিনগরের ঘটনা নিয়ে সিপিএম, কংগ্রেসেরও সুর কার্যত একই। তাদেরও দাবি, এই ঘটনাই প্রমাণ করল যে, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। তার পাল্টা জবাব এসেছে তৃণমূলের তরফ থেকেও। রাজ্যের শাসকদলের পাল্টা দাবি, এই মুহূর্তে আইনশৃঙ্খলা কমিশনের হাতে। তাই এ বিষয়ে রাজ্য প্রশাসনকে আক্রমণ করার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন তৃণমূল নেতারা। পুলিশ সূত্রে খবর, এনআইএ গোয়েন্দারা ভূপতিনগরে যাবেন সে কথা জানিয়েছিলেন স্থানীয় থানায়। কিন্তু অভিযোগ, এনআইএ স্থানীয় থানার বাহিনী পৌঁছনোর অপেক্ষা না করেই গ্রামে ঢুকে যায় এবং তল্লাশি শুরু করে। সেই সময়ই প্রথমে স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলাইচরণ মাইতিকে গাড়িতে তোলে এনআইএ। তার পর যায় মনোব্রত জানার বাড়িতে। মনোব্রতকে গাড়িতে তুলতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। স্থানীয় বাসিন্দারা বাধা দেন জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের। গাড়ি ভাঙচুর করা হয় তাঁদের। আহত হন এক আধিকারিক। তা নিয়েই এখন উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি।তৃণমূলের অভিযোগ, ভোটের মুখে পুরনো ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করার আসল উদ্দেশ্য হল, রাজ্যের শাসকদলের বুথ এজেন্টদের গ্রেফতার করানো। তাতে তৃণমূলের ভোট ব্যবস্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যার ফয়দা তুলে জিতে যাবেন বিজেপি প্রার্থী। এই উদ্দেশেই বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি এনআইএ-র এক পদস্থ আধিকারিকের সঙ্গে দেখাও করেছিলেন বলে প্রচারসভা থেকে অভিযোগ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণ তৃণমূলের হাতে আছে বলে দাবি করেছিলেন মমতা। যদিও যাবতীয় অভিযোগকে শুরু থেকেই উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি। ভূপতিনগরের ঘটনার বেশ কিছু ক্ষণ পর তা নিয়ে সমাজমাধ্যমে বার্তা দেন শুভেন্দু। তাতে তিনি পাল্টা দাবি করেন, মমতার বার বার প্ররোচনা দেওয়ার ফলেই এই ঘটনা। কোচবিহারের মাথাভাঙার প্রচারসভা থেকেও মমতা এনআইএ-কে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করেছিলেন বলেও শুভেন্দু দাবি করেছেন। ওই সমাজমাধ্যম বার্তায় বিরোধী দলনেতা দাবি করেছেন যে, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। কমিশনের কাছে রাজ্য পুলিশের প্রধান, পূর্ব মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার, ভূপতিনগর থানার ওসি এবং কাঁথির এসডিপিও-র বিরুদ্ধে যথাযথ পদক্ষেপের আর্জিও জানিয়েছেন তিনি।

চলতি মাসে ৯ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে বন্ধ থাকবে সংবাদমাধ্যম

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চলছে রামজান মাস। এবারের পবিত্র ঈদুল ফিতরে ছয় দিনের ছুটি পেলেন বাংলাদেশের সাংবাদিকরা। শনিবার সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলতি মাসে ৯ থেকে ১৪ এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে বন্ধ থাকবে সংবাদমাধ্যম।এই নিয়ে নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের এক সদস্য বলেছেন,' প্রতিবছরই ঈদের দিন ছুটি থাকে সংবাদমাধ্যম। তবে এবার ঈদ এবং পয়লা বৈশাখ একসঙ্গে থাকায় টানা ৬ দিন ছুটি দেওয়া হয়েছে সংবাদমাধ্যমগুলিকে। তা ছাড়া তা ছাড়া গণমাধ্যমে ছুটিও এমনিতে অনেক কম।' টানা এই ৬ দিনের ছুটিতে বেশ আনন্দিত বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলি। তবে এই প্রথম স্বাধীনতার পর টানা ৬ দিন বন্ধ থাকবে সংবাদমাধ্যম। প্রতিবছর রামজানের ২৯ দিন থেকে ঈদে তিন দিন পর্যন্ত ছুটি পান বাংলাদেশের সাংবাদিকরা। রোজা ৩০টি পূর্ণ হলে এই ছুটি চার দিনে পরিণত হয়। সে হিসাবে ৯ থেকে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত সর্বোচ্চ ছুটি হওয়ার কথা। তবে এবার ঈদের একদিন পর রয়েছে পয়লা বৈশাখ। সেইজন্য ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত ছুটির সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ।

আদি অনন্ত কাল হইতে শিব ও মনসা জঙ্গল অধিপত্য দেব ও দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তাই চুটনাথ বাবার থানেও শিবলিঙ্গের মতন দেখতে একটি পাথর এবং একটি বৃহৎ ত্রিশূল ছাড়াও আরো অসংখ্য ছোট ত্রিশূল গাঁথা আছে । পুরো পুজোর জায়গাটা লাল কাপড়ে ঘেরা। এছাড়াও যে কোন হিন্দু মন্দিরের মতন অসংখ্য ঘন্টা ঝুলছে।শিবলিঙ্গের মতন দেখতে পাথরটির উপর চাল দিয়ে তৈরি দেশি মদ বা হাঁড়িয়া, ঢালা- ই এই পুজোর প্রধান উপাচার। পুজোর জন্য এই মদ আদিবাসীরা নিজেরাই তৈরি করে, শিশিতে ভরে রাখেন।রাস্তার ধারের দোকানে এই শিশি বিক্রিও হচ্ছে।বলিও হয় বলে শুনলাম। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মনি পর্বতে রামকোটের মন্দির

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(তৃতীয় পর্ব)

প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ পূণ্য করার জন্য আসেন এখানে। এখানকার রামঘাটে রামচন্দ্রকে সৎকার করা হয়েছিল বলে এলাকা স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখ থেকে শুনলাম। যারাই এখানে আসেন তারা পবিত্র এই নদীতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যান।অযোধ্যায় গিয়ে আরও জানলাম, প্রতি বছর এখানে মেলা হয়। তার মধ্যে নভেম্বর মাসে রামের বিবাহ, জুন-জুলাই মাসে রথযাত্রা, আগস্ট মাসে ঝুলনমেলা, মার্চ-এপ্রিলে রাম নবমী আর সরযুস্নান অনুষ্ঠিত হয় অক্টোবর-নভেম্বরে। তবে মার্চ-এপ্রিলে রাম নবমী মেলায় না যাওয়াই ভালো। মেলার সময় এখানে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। তখন নানা ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেও থাকে।একদিনে অযোধ্যা দেখে সন্ধ্যার আগেই আমি ফিরে এলাম ফৈজাবাদে। মাত্র ১০ মিনিট সময় লেগেছিল অযোধ্যা থেকে ফৈজাবাদে আসতে। ফৈজাবাদে ছিলাম ৩ দিন। ফৈজাবাদ মুসলিম প্রধান অঞ্চল। এখানে দেখেছি মুসলিম স্থাপত্যের ঘরবাড়ি, পুরানো রাজমহল। বাবু বেগম সুজা-উদ-দৌলার সমাধি রয়েছে এই ফৈজাবাদ শহরে। ফৈজাবাদের জাদুঘরটিও ঘুরে দেখেছিলাম। তবে একটি কথা না বললেই নয়, অযোধ্যায় কিন্তু আমি বেশ কিছু মসজিদ দেখেছিলাম। কিন্তু এখনকার গাইড ইচ্ছে করেই মসজিদগুলো দেখাতে চান না। তবে রাম মন্দির নিয়ে বিতর্কের আজও শেষ নেই সবকিছুর মধ্যে ভালই ভালই আমি বাড়ি ফিরে চলে এসেছিলাম ফৈজাবাদে থেকে।আমি আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম যে কোনোভাবেই হোক রাম জন্মভূমিতে রাম মন্দির করবে ভারতবাসীরা। এ কথাগুলো আজ যেন কল্পতরুর মতো কাজে লাগছে। বর্তমান পরিস্থিতি সেই পথের দিকে এগিয়েছে। এখন পরিস্থিতি এমনই যে, কেউই 'রাম'কে জোর গলায় অস্বীকার করতে পারছে না। ক্রমশ সংঘ পরিবারের হিন্দু জাতীয়তাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হচ্ছে দেশের রাজনৈতিক দলগুলি। সংবিধান নয়, রামের মধ্যেই ভারতের জাতীয় ঐক্যের সন্ধান করতে বাধ্য হচ্ছে তারা।

কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা তো একটি বৃত্তই সম্পূর্ণ করলেন। শাহ বানু মামলায় মুসলমান মহিলাদের খোরপোষের ব্যাপারে যে রায় আদালত দিয়েছিল, তা উল্টে দিয়ে ১৯৮৫ সালে সংখ্যালঘুদের মন রাখতে আইন এনে ফেলেছিলেন প্রিয়াঙ্কার বাবা, প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী। হিন্দুত্ববাদীদের রোষের মুখে পড়ে তাদের মন রাখতে অযোধ্যায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে শিলান্যাসের অনুমতিও দিয়েছিলেন রাজীব। এমন কী ১৯৮৯-এর সাধারণ নির্বাচনের প্রচারও তিনি অযোধ্যা থেকেই শুরু করেছিলেন। 'রাম রাজ্য' প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। শেষ লক্ষ্য আজ ভারতবাসীর হিন্দুসমাজের পুরণ হতে চলেছে, আর এটা সম্ভব

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ভোটের মুখে রোজগারে বড় ধাক্কা,বন্ধ হল তেলিনিপাড়ার একটি জুটমিল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভোটের মুখে রোজগারে বড় ধাক্কা। বন্ধ হল তেলিনিপাড়ার একটি জুটমিল। সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নোটিস ঝুলল ভদ্রেশ্বরের তেলিনিপাড়া ভিক্টোরিয়া জুট মিলে।কাজ হারালেন ৩ হাজার শ্রমিক।আর কয়েকদিন পরেই পহেলা বৈশাখ ও ঈদ। এই সময় মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে শ্রমিকরা।বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের মহঃ সামিম বলেন, শ্রমিকরা ভিক্টোরিয়ার জুটমিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গেই ছিল। পরবের আগে এই ভাবে মিল বন্ধ করা ঠিক হয়নি। সব ইউনিয়নের সঙ্গে ম্যানেজমেন্ট আলোচনা করুক। যে অবস্থায় ছিল সেভাবেই মিল খুলুক।

শ্রমিকরা জানান,উৎসবের সময় মিল বন্ধ হওয়ায় সমস্যা হবে তাদের। অশান্তির আশঙ্কায় মিল গেটের সামনে পুলিসি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। কয়েকদিন আগে ভদ্রেশ্বরের শ্যামনগর জুটমিলেও একই ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। শ্রমিকরা মিল গেটে আন্দোলনে সামিল হয়। পরে ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় মিল খোলে।কেন এমন ঘঠনা তা বহু শ্রমিকই স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না।তবে জানা যাচ্ছে গতকাল মিল কর্তৃপক্ষ নোটিস দেয় তাঁতঘরের ১১৪ জন শ্রমিককে অন্য বিভাগে বদিল করা হবে। এনিয়ে শ্রমিকদের মদ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়। আর তার পরেই আজ গেটে সাসপেনশন অব ওয়ার্কের নোটিস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

৩ পাতার পর

ভোটের দিন বুথে কোনও রাজ্য পুলিশ থাকবে না, বুথে থাকবেন শুধু সেন্ট্রাল ফোর্সের জওয়ানরা

স্পেশাল পুলিশ অবজার্ভার।

এই দুই পর্যবেক্ষকেদের উপস্থিতিতে শনিবার মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক তথা সিইও অফিসে দীর্ঘ বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে সিআরপিএফ এবং বিএসএফের কর্তারাও ছিলেন। সেখানেই ঠিক হয়েছে, এই তিন জেলায় পঞ্চায়েত ভোট ও পূর্বের বিভিন্ন ভোটে যে ধরনের রাজনৈতিক হিংসার নজির রয়েছে, তাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করাই শ্রেয়। কারণ, ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে ভোটারদের মধ্যে আস্থা ফেরাতে এই পদক্ষেপ করা ছাড়া উপায় নেই। সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রাখতে হবে।কমিশনের এই সিদ্ধান্ত একেবারে বেনজির। সাধারণত একটি লোকসভা কেন্দ্রে অনেক সময়ে হাজারেরও বেশি বুথ থাকে। তবে অনেক সময়ে একই বাড়িতে দুটি বা তিনটি বুথও থাকে। সেদিক থেকে তিন জেলায় সব বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে গেলে বিপুল সংখ্যায় বাহিনীর প্রয়োজন। কারণ, প্রতি বুথে অন্তত চার জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থাকলে প্রথম দফার ভোটেই চারশ কোম্পানি বা তার বেশি জওয়ান মোতায়েন করতে হতে পারে।

৩ পাতার পর

৫০০ বছরের পুরনো অগ্রদ্বীপের মেলা, বহু ভক্ত সমাগম হয় নিজের ঠাকুরকে নিয়ে

লক্ষের বেশি। বিক্রি হয়েছিল আনুমানিক বারো লক্ষ টাকারও বেশি। সেই সময় নাকি, গঙ্গাসাগর মেলার থেকেও অগ্রদ্বীপের বারুণীর স্নানের খ্যাতি বেশি। এই স্নানে কেউ কেউ গঙ্গাবক্ষে সন্তান বিসর্জন দিতেন। জেমস লঙ লিখেছেন, ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে চৈত্রে অগ্রদ্বীপে ও কাটোয়ায় দু'টি নারকীয় ঘটনা ঘটেছিল। যশোর ও ঢাকা থেকে এসে দু'জন তাঁদের সন্তান গঙ্গাবক্ষে বিসর্জন দিয়েছিলেন।

এখন যে জমির উপরে গোপীনাথের মন্দির রয়েছে সেখানে ছিল একটি আধুনিক কাপড়ের কল।১৮২৮ সালে বিধ্বংসী বন্যায় ও ভাগীরথী বারবার বাঁক পরিবর্তনের ফলে কৃষ্ণচন্দ্র রায় নির্মিত অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ মন্দিরটি গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এখনকার মন্দিরটি থেকে প্রায় এক মাইল উত্তর-পশ্চিমে ছিল কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের তৈরি মন্দিরটি। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা থেকে জানা যায়, বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল যশোরের বগচর নিবাসী গোপীনাথ পোদ্দারের অর্থানুকূল্যে । তিনি ১৮২৩ সালে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা দান করেছিলেন। কালীপ্রসাদ পোদ্দার বাংলাদেশের ভক্তদের অগ্রদ্বীপে গোপীনাথের মেলা ও বারুণীর স্নানে উৎসবে আসার সুবিধার জন্য একটি রাস্তা তৈরি করে দেন বলে জানা যায়। এ ছাড়াও কালীপ্রসাদ পোদ্দার বননবগ্রাম থেকে চাকদহ পর্যন্ত আরও একটি রাস্তা তৈরি করান। এই রাস্তাটির দৈর্ঘ্য প্রায় কুড়ি মাইল। পথিকের ক্লান্তি দূর করার জন্য প্রতিটি রাস্তার ধারে বৃক্ষরোপণ করেছিলেন তিনি।

চৈত্র মাসের কৃষ্ণ একাদশীর তিথিতে হওয়া অগ্রদ্বীপের যে কাহিনীতে শ্রীচৈতন্যদেবের তীর্থ ভ্রমণের অভিলাসে কুলাই গ্রামে প্রবেশ এবং অশ্বত্থ গাছের নিচে বিশ্রাম নেওয়া তারপর তার গোবিন্দ ঘোষের সঙ্গে অগ্রদ্বীপে ভ্রমণ,মহাপ্রভুর আহারের পর মুখ শুদ্ধি চাওয়া, গোবিন্দ ঘোষ কর্তৃক মুখসুদ্ধি প্রদান, গোবিন্দ ঘোষের কৃষ্ণ শিলা প্রাপ্তি, বিগ্রহ নির্মাণ, পরলৌকিক কাজ উপলক্ষে উৎসব ও মেলার সূত্রপাত এই অগ্রদ্বীপে।

এই গুপিনাথ ঠাকুর কে নিয়ে অগ্রদ্বীপ থেকে ভাগীরথীর মধ্য দিয়ে নৌকো করে কৃষ্ণনগর রাজ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হতো বারো দোল উপলক্ষে। তার মাঝে নবদ্বীপের রানীর ঘাটে রাধামন্দির এলাকার চত্বরে বৃহৎ মেলা এই গুপিনাথ ঠাকুর আসাকে কেন্দ্র করে। এখন আর বারো দলে গোপীনাথ ঠাকুর কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে ও যায় না এবং নবদ্বীপে ও আসেনা মেলা ও বসেনা। মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হলো পূর্ব বর্ধমান

অগ্রদ্বীপ গ্রামে গোপীনাথের মেলা প্রায় ৫০০ বছরের পুরনো। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে। গোপীনাথের মেলায় আসা ভক্তদের জন্য এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঘিরে প্রতিবছরই বসে বিশাল মেলা। মেলাতে রয়েছে বিভিন্ন খাবার দোকান সহ বিভিন্ন সামগ্রীর দোকানপাট। এছাড়াও মেলায় বসেছে হরিনাম সংকীর্তন-র আসর ও বাউলগানের আখড়া। এই মেলায় প্রতি বছরের মতো এবছরও লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে বলে জানিয়েছেন মন্দির কমিটির সদস্যরা। মেলায় আগত দর্শনার্থীদের নিরাপত্তায় সক্রিয় রয়েছে পুলিশ প্রশাসনও। প্রতি বছর গোপীনাথের মেলায় আনন্দে মেতে ওঠেন অগ্রদ্বীপ গ্রামসহ বহু দূর দূরান্ত থেকে আসা অসংখ্য মানুষ।

দিল্লিতে শিশু পাচার চক্র ধরতে গিয়ে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে সিবিআইয়ের হাতে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দিল্লিতে শিশু পাচার চক্র ধরতে গিয়ে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে সিবিআইয়ের হাতে। শুধু তা-ই নয়, সিবিআইয়ের এক সূত্রের দাবি, এক মাসেই ১০টি সদ্যোজাতকে বিক্রি করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকেই দিল্লির কেশবপুরম এবং দিল্লি-এনসিআরে এই পাচার চক্র ধরতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি।সিবিআই সূত্রে খবর, মোট আট জন শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে দু'টি সদ্যোজাতও। এই দুই সদ্যোজাতকে কেশবপুরম এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই শিশুগুলিকে পাচারের জন্য জড়ো করা হয়েছিল বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করছেন তদন্তকারীরা। প্রাথমিক তদন্তের পর সিবিআই জানতে পেরেছে, শুধু দিল্লিতেই নয়, এই চক্রের জাল অন্য রাজ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে। সেই সূত্র ধরেই দিল্লির আশপাশের এলাকা, এমনকি বেশ কয়েকটি রাজ্যেও তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে সিবিআই। বেশ কিছু দিন ধরেই শিশু পাচার সংক্রান্ত তথ্য পাচ্ছিল তদন্তকারী সংস্থাটি। সেই সূত্র ধরে একটি এফআইআরও দায়ের করা হয়েছে। তার পরই তল্লাশি অভিযানে নামে সিবিআই। শুক্রবার সন্ধ্যায় দিল্লির দ্বারকা, উত্তর-পশ্চিম দিল্লি, রোহিণী এবং এনসিআরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযানে যায় সিবিআই।

সিবিআই সূত্রে খবর, পণ্যের মতো সদ্যোজাতদের কালোবাজারি করা হত। শিশুদের ক্রেতা কারা, ধৃতদের জেরা করে তা জানার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। দিল্লি এবং তার বাইরেও এই চক্রের হদিস মিলেছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। বেশ কিছু বড় হাসপাতালও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আতশকাচের তলায় রয়েছে।

সিনেমার খবর

সাত বছরের বড় মডেলের সঙ্গে আরিয়ানের প্রেমের গুঞ্জন

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : পাপারাৎজিদের এড়িয়েই চলেন বলিউড কিং খান শাহরুখ খানের বড় ছেলে আরিয়ান খান। তাও ক্যামেরা তার পিছু ছাড়ে না। কার সঙ্গে পার্টি করছেন, কাকে নিয়ে কনসার্টে যাচ্ছেন সবই ধরা পড়ে ক্যামেরায়। এবার প্রকাশ্যে এল নয়া তথ্য। আরিয়ান খানের প্রেমিকা কে, তা নিয়ে গুঞ্জনের শেষ নেই। অনন্যা পাণ্ডে একবার বলেছিলেন যে তিনি এবং আরও অনেকেই আরিয়ানকে পছন্দ করেন কিন্তু আরিয়ান তাদের এড়িয়েই চলেন। এবার সামনে এল আরিয়ানের প্রেমিকার খবর। শোনা যাচ্ছে, নিজের চেয়ে সাত বছরের বড় এক ব্রাজিলিয় মডেল ও অভিনেত্রী লারিসা বনেসির প্রেমে পড়েছেন আরিয়ান। তার সঙ্গেই শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানের রোমান্সের কানাঘুষা। এক ব্যক্তি লক্ষ্য করেছে যে, শাহরুখের ছেলে শুধু লারিসা নয়, লারিসার পুরো পরিবারকে ফলো করে এবং এর ব্রাজিলিয়ান সুন্দরীও ফলো করে পুরা খান ফ্যামিলিকে। উপরন্তু, আরিয়ান লারিসার মাকে তার জন্মদিনে একটি উপহার পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে, যেমনটি তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে দেখা গেছে।

লারিসা পেশায় একজন অভিনেত্রী। তাকে গুরু রান্ধাওয়ার 'সুরমা সুরমা' মিউজিক ভিডিও, স্টেবিন বেনের মিউজিক ভিডিও এবং এমনকি বিশাল মিশ্রের সঙ্গে একটি অ্যালবামেও দেখা গেছে। অক্ষয় কুমার এবং জন আব্রাহমের সঙ্গে ব্লকবাস্টার গান 'সুভা হোনে না দে' দিয়ে বলিউডে কাজ শুরু করেছিলেন। টাইগার শ্রফ, সুরাজ পাঞ্চোলির সঙ্গেও কাজ করেছেন। সাইফ আলি খানের 'গো গোয়া গন'-এ পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে হিন্দি সিনেমায় লারিসার অভিষেক হয়।

এবার কি বচ্চন পরিবার নিয়ে মুখ খুলতে যাচ্ছেন ঐশ্বরিয়া?

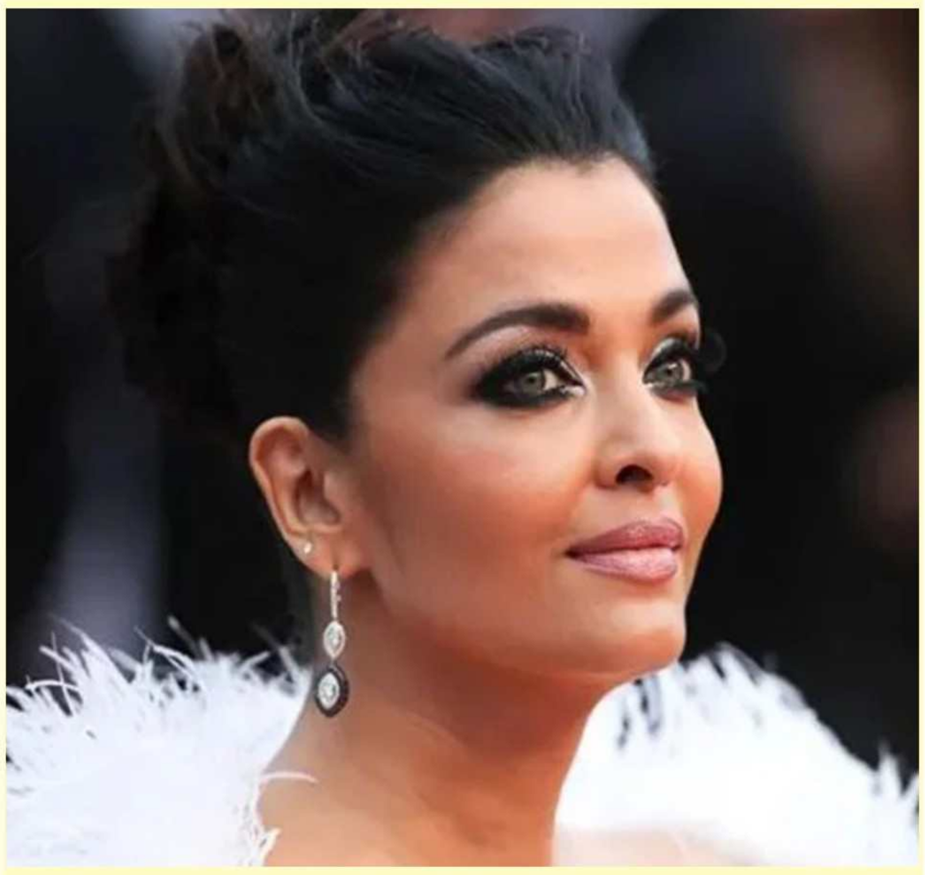

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন ও অভিষেক বচ্চনের সম্পর্ক নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় চলছে নানা জল্পনা-কল্পনা। শোনা যাচ্ছে, বচ্চন পরিবার ছেড়েছেন ঐশ্বরিয়া। বেশ কিছুদিন ধরে আর থাকছেন না বচ্চন পরিবারে। যদিও এ দূরত্বের খবর প্রকাশ্যে আনতে চাইছেন না ঐশ্বরিয়া-অভিষেক কেউই।

অধিকাংশেরই মত, তারা আলাদা হতে যাচ্ছেন। বিবাহবিচ্ছেদের পথেই নাকি হাঁটছে এই জুটি। অবশ্য সেই খবর এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি। শোনা যাচ্ছে, আরাধ্যাও নাকি কখনো মা কখনো বাবার সঙ্গে থাকছেন।

নানা জল্পনা চললেও এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে দেখা যায়নি এই জুটিকে। এমনকি বচ্চন পরিবারে এখন যে সব স্বাভাবিক রয়েছেন, এমন ছবি খুব কম হলেও উঠে আসছে মাঝেমধ্যে।

এবার মিলল এমনই আরও এক প্রমাণ। যেখানে ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চনের সঙ্গে যে বচ্চন পরিবারের সম্পর্ক ঠিক রয়েছে তা অনুমান করে নেওয়াই যায়। ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন প্রথমবার নভ্যা নভেলি নন্দার শো-এ আসতে যাচ্ছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

ননদের মেয়ের পডকাস্ট শো-এ অতীতে অনেকেই এসেছেন বচ্চন পরিবারের। যদিও সেখানে ঐশ্বরিয়াকে নিয়ে খুব একটা কথা বলতে দেখা যায়নি কাউকেই। এবার সামনে এলো অন্য ছবি।

সূত্রের খবর, ঐশ্বরিয়া নাকি এবার নভ্যার প্রশ্নের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন। সে কারণে এটা স্পষ্ট, পারিবারিক একাধিক সমীকরণ স্পষ্ট হতে যাচ্ছে।

শাহরুখের স্ত্রী গৌরী খানের রেস্তোরাঁয় এক বেলা খাবারে যত টাকা লাগে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি ভালোবাসা দিবসে নতুন ব্যবসায় পা দিয়েছেন শাহরুখ খানের স্ত্রী, প্রযোজক ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনার গৌরী খান। ভারতের মুম্বাইয়ের অভিজাত এলাকায় নিজের প্রথম রেস্তোরাঁ দিয়েছেন তিনি। নতুন এই রেস্তোরাঁর নাম 'তরী'।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে কিছুদিন আগেই ভক্তদের সঙ্গে রেস্তোরাঁর একটি ভিডিও শেয়ার করেন শাহরুখ খানের স্ত্রী। সেখান থেকেই আসে নতুন ব্যবসায় পদার্পণের ঘোষণা।

তবে, 'শাহরুখ খানের স্ত্রী' বাদেও গৌরীর নিজস্ব একটি পরিচয় রয়েছে। পেশায় তিনি একজন ইন্টেরিয়র ডিজাইনার। নিজেদের বিশাল বাংলো 'মান্নাত'-এর ইন্টেরিয়র ডিজাইন পুরোটাই গৌরীর করা। শখের বশে শুরু করলেও এখন পুরোদস্তুর ইন্টেরিয়র ডিজাইনার তিনি। মুম্বাই ও পুনেতে বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁর অন্দরসজ্জা করেছেন তিনি।

এ ছাড়া ক্যাটরিনা কাইফ, অনন্যা পান্ডেসহ কয়েকজন বলিউড তারকার অন্দরও হয়েছে গৌরী খানের তত্ত্বাবধানে।

সেসব রেস্তোরাঁর কাজ করতে গিয়েই চিন্তাটা মাথায় আসে। নিজের একটা রেস্তোরাঁ হলে মন্দ হয় না। তখন আর ক্লায়েন্টের চাওয়াপাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না। নিজের মনের মতো করে সাজানো যাবে।

গৌরীর এই স্বপ্নযাত্রায় সাথি হয়ে আছে তারই দুই বন্ধু তানাজ ভাটিয়া ও অভয়রাজ কোহলি। দুজনেরই আগে টুকটাক রেস্তোরাঁ ব্যবসার অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁদের সঙ্গে নিয়েই নতুন যাত্রায় নেমেছেন গৌরী। তবে এত কিছুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে রেস্তোরাঁর ভেতরের সাজসজ্জা।

নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে কাজ করতে পেরেছেন, পরতে পরতে তা স্পষ্ট। পুরো রেস্তোরাঁ সাজানো হয়েছে লাল ও সোনালি রং দিয়ে। রেস্তোরাঁটি সাজানো হয়েছে মূলত কাঠগোলাপ দিয়ে। লাল, সোনালির মতো জমকালো রং, কাঠগোলাপ, বাহারি কচুগাছ মিলিয়ে তৈরি হয়েছে রাজকীয় এক আবহ।

প্রাকৃতিক আলো ভেতরে ঢোকানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে কার্টেইন ওয়াল। অর্থাৎ সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত পুরোটাই জানালা। অন্দরে প্রাধান্য পেয়েছে জাপানিজ আর্ট। দুই বছর আগে এখানে একটি মেক্সিকান রেস্তোরাঁ ছিল। সেটি রিডিজাইন করে তৈরি হয়েছে এই রেস্তোরাঁ। মেনুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুরো রেস্তোরাঁর ইন্টেরিয়র সাজানো।

রেস্তোরাঁর প্রবেশমুখে রয়েছে রাজপ্রাসাদের মতো বিশাল দরজা। যাতে স্বর্ণালি অক্ষরে বড় বড় করে লেখা 'তরী'। নিচু সিলিং, মাটি থেকে ছাদ পর্যন্ত জানালা, দেয়ালে ঝোলানো চিত্রকর্ম থেকে শুরু করে ডেকোরেশন-রেস্তোরাঁর প্রতিটি কোনায় রয়েছে আভিজাত্যের ছাপ। নিজের প্রথম রেস্তোরাঁ নিয়ে যারপরনাই খুশি গৌরী।

ইনস্টাগ্রামে দেওয়া একটি ভিডিওতে বলেন, 'হিন্দিতে "তরী" শব্দের অর্থ মন্দিরের প্রবেশদ্বার। আমাদের কাছে জায়গাটি এর চেয়েও বড় কিছু। এই জায়গার প্রতিটি রং, প্রতিটি চিত্রকর্ম, গাছপালা-সবকিছু আমার নিজ হাতে সাজানো। আমার ইচ্ছা ছিল এমন একটা জায়গা তৈরি করা, যেখানে আভিজাত্য নতুন একটি অর্থ পাবে।'

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবসে বিশাল আয়োজনে উদ্বোধন করা হয় রেস্তোরাঁর। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ খান, করণ জোহর, ভাবনা পান্ডে, নিলাম কোঠারিসহ বলিউডের বড় বড় তারকা।

তরী তৈরির পরিকল্পনা নিয়ে গৌরী বলেন, 'ডিজাইন আমার প্যাশন আর খাওয়াদাওয়া আমার ভালোবাসা। পরপর কয়েকটা রেস্তোরাঁ ডিজাইন করার পর মনে হয়েছে নিজেরও একটা রেস্তোরাঁ থাকা প্রয়োজন। সেখান থেকেই তরীর সূচনা।'

তবে ব্যবসা নিয়ে এখনই সাত আসমান ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখছেন না গৌরী; বরং সতর্ক রয়েছেন। 'আমি জানি, আমি একটুই নতুন ব্যবসায় প্রবেশ করেছি। এই পথে এখনো অনেক কিছু শেখার বাকি। এই পথ কোথায় গিয়ে ঠেকে, তা দেখার জন্য আমিও অধীর আগ্রহে বসে আছি।'

গৌরীর এই রেস্তোরাঁয় এশিয়ার বিখ্যাত খাবারগুলো পাওয়া যায়। সুশি থেকে শুরু করে সবুজ শাকসবজি, লবস্টার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদের মাংস, শেফ স্টেভান গাদিতের তত্ত্বাবধানে সবই পাওয়া যাবে। এই রেস্তোরাঁ আসলে লাক্সারি ডাইনিং এক্সপেরিয়েন্সের জন্য। এখানে দুটো মানুষের পেটপুরে খেতে পকেট থেকে বেরিয়ে যাবে লাখখানেক টাকা।

'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার ৩' নিয়ে করণের বড় ঘোষণা!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : করণ জোহর পরিচালিত 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার' ছবির মাধ্যমে বরুণ ধাওয়ান, সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ও আলিয়া ভাটকে পেয়েছিল বলিউড। বক্স অফিসে সফল হয় সেই ছবি। তারপর ছবির সিক্যুয়েলে টাইগার শ্রফকে নিয়ে আসেন করণ। সেই ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রাখেন অনন্যা পান্ডে ও তারা সুতারিয়া। যদিও ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন পুনিত মালহোত্রা।

এবার আলোচিত এই ছবির তৃতীয় ভাগ নিয়ে আসছেন করণ। তবে সেখানে রয়েছে বড় চমক। রবিবার (৩১ মার্চ) একটি চলচ্চিত্র উৎসবে 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার ৩' ওয়েব সিরিজ হিসেবে তৈরি হবে বলে জানায় করণ জোহর। ধর্মা প্রোডাকশনসের কর্ণধার জানান, সিরিজটি পরিচালনা করবেন রিমা মায়া। এর আগে 'নকটার্নাল বার্গার' ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন তিনি।

করণ বলেন, রিমা মায়া 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার'-এর ওটিটি সংস্করণটি পরিচালনা করবেন। কিন্তু সেটা ওর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তৈরি হবে। আমি সেখানে নাক গলাতে চাই না। খবর ছড়াতেই 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার ৩'- এ কোন কোন অভিনেতা থাকবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। তৃতীয় পর্বে যে অভিনেতা সঞ্জয় কাপুরের মেয়ে শানায়া কাপুর থাকতে পারেন তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। যদিও এ সিরিজ নিয়ে এখনো নির্মাতাদের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়নি।

অতীত মাথায় রেখে বলিউডের অনেকের অনুমান, এই সিরিজের মাধ্যমেও করণ তারকা সন্তানদের সুযোগ দিতে যাচ্ছেন।

সানরাইজার্সের কাছে হার,
মুস্তাফিজের অভাব বোধ করছে চেন্নাই

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভিসা সংক্রান্ত কাজে আইপিএলের মাঝপথে দেশে ফিরেছেন মুস্তাফিজুর রহমান। তার অবর্তমানে শুক্রবার রাতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে হেরেছে তার দল চেন্নাই সুপার কিংস।

ম্যাচ শেষে মুস্তাফিজ ও শ্রীলঙ্কান পেসার মাথিসা পাথিরানার বোলিং সার্ভিস 'মিস' করার কথা জানিয়েছেন চেন্নাইয়ের কোচ স্টিভেন ফ্লেমিং।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, মুস্তাফিজের না থাকায় বোলিংয়ে পিছিয়ে ছিল তার দল।

মুস্তাফিজকে নিয়ে ফ্লেমিং বলেন, 'সন্দেহাতীতভাবে এটা আইপিএলের অংশ। সে (মুস্তাফিজ) এখানে নেই। ফলে তাকে ব্যবহার করতে পারিনি। কিন্তু ইনজুরি কিংবা খেলোয়াড়দের না পাওয়া খেলারই অংশ।'

উল্লেখ্য, হায়দরাবাদের ঘরের মাঠে আগে ব্যাট করে ১৬৬ রানের লক্ষ্য দিয়েছিল চেন্নাই। জবাবে ৬ উইকেট ও ১১ বল হাতে রেখে জয় পায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

মুস্তাফিজ এখন পর্যন্ত নিজের নতুন দল চেন্নাইয়ের জার্সিতে ৩ ম্যাচ খেলে ৭ উইকেট তুলে নিয়েছেন। আগামী ৮ এপ্রিল ঘরের মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে খেলবে চেন্নাই। এই ম্যাচে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে মুস্তাফিজের।

লিভারপুলের 'সম্ভাব্য' কোচের দিকে নজর বার্সেলোনারও!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইয়ুর্গেন ক্লপ চলতি মৌসুম শেষেই লিভারপুলের দায়িত্ব ছাড়বেন এই তথ্য পুরোনো। নতুন করে বেশ কয়েকজন অলরেডদের কোচ হওয়ার তালিকায় থাকলেও, স্পোর্টিং লিসবনের কোচ রুবেন আমোরিমই শেষ পর্যন্ত সেই দৌড়ে এগিয়ে বলে জানা গেছে। মূলত জাবি আলোনসো বায়ার লেভারকুসেন কোচের দায়িত্ব ছাড়বেন না জানার পরই অ্যামোরিমের দিকে ঝুঁকে যায় লিভারপুল। তবে সেই কোচের প্রতি নাকি এখন বার্সেলোনাও আগ্রহী!

লিভারপুলের মতো চলতি মৌসুম শেষে কাতালুনিয়ার ক্লাবটিতেও বর্তমান কোচ জাভি হার্নান্দেজের বিদায়ঘণ্টা বাজছে। সে কারণে নতুন কাউকে পাওয়ার চেষ্টা করছে স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরাও। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্টের দাবি বার্সাও অ্যামোরিমকে কোচ হিসেবে পেতে চায়। তবে এখনও দু'পক্ষ আনুষ্ঠানিক আলাপে যায়নি। আর এই তথ্য সত্যি হলে ফুটবলারদের মতো এবার কোচ নিয়েও মুখোমুখি লড়াইয়ে নামতে যাচ্ছে দুই লিগের দুই জায়ান্ট লিভারপুল ও বার্সেলোনা। এছাড়া আরও একাধিক ক্লাবও নাকি অ্যামোরিমের প্রতি নজর রেখেছে।

এর আগে ইউরোপীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছিল, অ্যামোরিমকে আনতে লিভারপুলের খরচ হতে পারে ১ কোটি ২০ লাখ ৮০ হাজার পাউন্ড। চলতি মৌসুম শেষেই বর্তমান এই লিসবন কোচের 'রিলিজ ক্লজ' চড়া এই দামে পৌঁছাবে বলে জানিয়েছিল আরেক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ। তবে লিভারপুল যদি ২০২৫ এর গ্রীষ্ম পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তবে এই দাম ৮০ লাখ ৫০ হাজার পাউন্ডে নেমে আসতে পারে। পর্তুগিজ এই কোচকে নাকি মনে ধরেছে লিভারপুলের নীতিনির্ধারকদের। কারণ তার হাত ধরেই পর্তুগিজ ক্লাব লিসবন ১৯ বছর পর লিগ শিরোপা জিতেছেন। এছাড়া ঘরোয়া ফুটবলের একাধিক শিরোপাও জেতানো কোচের বাড়তি গুণ হিসেবে ধরা হচ্ছে বেশ ভালো ইংরেজি বলতে পারাকে।

তবে লিভারপুলের জন্য আমোরিমকে পাওয়া মোটেই সহজ হবে না। দলকে দারুণ সাফল্য এনে দেওয়া এক কোচকে ছাড়তে রাজি হবে না স্পোর্টিং লিসবন। তাছাড়া এখন পর্যন্ত আমোরিমের জন্য আনুষ্ঠানিক কোনো প্রস্তাবও দেয়নি অ্যানফিল্ডের ক্লাবটি। তাই লিভারপুলের সঙ্গে আমোরিমের চুক্তি আদৌ হবে কি না, তা জানতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতেই হবে। যদিও তাদের রাডারে আছেন ব্রাইটন কোচ রবার্তো ডি জার্বিও। তাকে পেতেও আমোরিমের সমপরিমাণ অর্থ খরচ হতে পারে অলরেডদের।

এদিকে, সম্প্রতি লিভারপুলে যাওয়ার বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে অ্যামোরিম বলেন, 'আমি স্পোর্টিংয়ের দায়িত্বের দিকে মনোযোগী এবং তাদের কোচ হতে পেরেও আমি গর্বিত। এই মুহূর্তে আমরা শিরোপা জয়ের দিকে তাকিয়ে আছি, তবে পরবর্তীতে কী হয় আমরা শিগগিরই হয়তো দেখতে পাব। স্পোর্টিং লিসবনের সঙ্গে আমার এখনও চুক্তি আছে এবং এখানে আমি খুশি আছি। বর্তমানে বেনফিকাকে হারিয়ে কাপ শিরোপা জয়ের লক্ষ্য আমাদের।'

অন্যদিকে, গত ২৭ জানুয়ারি টানা ব্যর্থতার জেরে জাভি হার্নান্দেজ বার্সেলোনা দায়িত্ব ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। চলতি মৌসুম শেষ হলেই বার্সেলোনা ছাড়বেন জাভি। কাতালান ক্লাবটির অবস্থানও চলতি লা লিগায় সুবিধাজনক নয়। তবুও সাবেক এই তারকা মিডফিল্ডারকে রাখতে নাকি বোঝাপড়ায় নেমেছে বার্সা। তবে পিএসজির সঙ্গে আগামী ১০ এপ্রিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ রয়েছে ক্লাবটির, হয়তো এরপর চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবে বার্সা কর্তৃপক্ষ।

মায়াঙ্কের গতির কাছে বিধ্বস্ত আরসিবি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মাত্র ৩ রানে ৩ উইকেট। বিনা উইকেটে ৪০ থেকে ৩ উইকেটে ৪৩ রান। পর পর ফিরে গেলেন আরসিবির বিগ থ্রি। বিরাট কোহলি, ফাফ ডু প্লেসি এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। গড়ে গেল ম্যাচের ভাগ্য। ২ এপ্রিল চিন্নস্বামীতে ২৮ রানে জিতল লখনউ সুপার জায়ান্টস। প্রথমে ব্যাট করে ৫ উইকেটের বিনিময়ে ১৮১ রান করে লখনউ। জবাবে ১৯.৪ ওভারে ১৫৩ রানে শেষ হয়ে যায় বেঙ্গালুরুর ইনিংস। চার ম্যাচের মধ্যে তিনটিতে হার কোহলিদের। আগের দিন ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন। এদিনও ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন মায়াঙ্ক যাদব। ১৪ রানে ৩ উইকেট শিকার আইপিএলের নতুন স্পিডস্টারের। তার প্রথম ওভারের প্রথম বলেই রান আউট ডু প্লেসি। চতুর্থ বলে শূন্য রানে ফেরেন ম্যাক্সওয়েল। মায়াঙ্কের বলে পুরানের হাতে ধরা পড়েন। নিজের প্রথম ওভারেই ম্যাচের রং বদলে দেন। দ্বিতীয় ওভারে গতিতে পরাস্ত করেন ক্যামেরুন গ্রিনকে। সরাসরি বোল্ড হয়ে ফেরেন অস্ট্রেলীয় অলরাউন্ডার। মাত্র ১৮ রানে ৪ উইকেট হারায় বেঙ্গালুরু। ৫৮ রানের মধ্যে টপ অর্ডার ফিরে যাওয়ায় ঘুরে দাঁড়ানোর ক্ষমতা ছিল না আরসিবির। দ্বিতীয় জয় লখনউয়ের। ঘরের মাঠে অনায়াসেই জয় ছিনিয়ে নেন কেএল রাহুল। ঘরের মাঠে টসে জিতে লখনউকে ব্যাট করতে পাঠান ডু প্লেসি। তার পুরো ফায়দা তোলেন কুইন্টন ডি কক। ৩৬ বলে অর্ধশতরান সম্পূর্ণ করেন। চেনা ছন্দেই পাওয়া যায় প্রোটিয়া ওপেনারকে। তবে উইকেটের অন্য প্রান্তে ক্রমাগত উইকেট হারায় এলএসজি। কেএল রাহুল (২০), মার্কাস স্টোইনিস (২৪) শুরুটা ভাল করলেও বড় রান পায়নি। একাই লড়াই চালিয়ে যান ডি কক। যেভাবে খেলছিলেন, শতরান পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ৫৬ বলে ৮১ রান করে আউট হন। পাঁচ নম্বরে নেমে ঝড় তোলেন নিকোলাস পুরান। পাঁচটি ছক্কা হাঁকান। ২১ বলে ৪০ রানে অপরাজিত থাকেন। ইনিংসে ছিল ৫টি ছয়, ১টি চার। তার ব্যাটে ভর করেই ছোট মাঠে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছায় লখনউ। কিন্তু কেএল রাহুলদের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারেননি ডু প্লেসিরা। মায়াঙ্ক যাদবের কাছে আত্মসমর্পণ করে আরসিবির টপ অর্ডার।

শুরুটা ভাল করেও ১৬ বলে ২২ রানে আউট হন বিরাট কোহলি। ১৯ রানে রান আউট আরসিবির অধিনায়ক ডু প্লেসি। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (০), ক্যামেরুন গ্রিন (৯), অনুজ রাওয়াত (১১) রান পায়নি। লড়াই করার চেষ্টা করেন রজত পাতিদার। একটানা ব্যর্থতার পর এদিন রানে ফেরেন। কিন্তু ২৯ রান করে আউট হন। ইম্প্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নেমে প্রভাব ফেলেন মাহিপাল লোমরোর। নিশ্চিত হার থেকে দলকে কিছুটা লড়াইয়ে ফেরান। কিন্তু অন্য প্রান্তে ক্রমাগত উইকেট হারানোয় লোমরোর কিছু করার ছিল না। ৩টি ছয় এবং চারের সাহায্যে ১৩ বলে ৩৩ রান করে আউট হন আরসিবির ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার।

ফের রোনালদোর হ্যাটট্রিক,
প্রতিপক্ষের জালে ৮ গোল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : তিনদিনের ব্যবধানে আবারও হ্যাটট্রিক করলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। তার হ্যাটট্রিকের রাতে সৌদি প্রো লিগে আবাকে ৮-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে আল নাসর। ফুটবল ক্যারিয়ারে এটি রোনালদোর ৬৫তম হ্যাটট্রিক।

এর আগে, গত শনিবার রাতে আল তাইয়ের বিপক্ষে হ্যাটট্রিক করেছিলেন রোনালদো। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ফের হ্যাটট্রিক করেন গোলমেশিনখ্যাত পর্তুগিজ তারকা। ওই ম্যাচে আল তাইকে ৫-০ গোলে হারিয়েছে আল নাসর।

শনিবারের ম্যাচে রোনালদো তিনটি গোলই করেছিলেন দ্বিতীয়ার্ধে। কিন্তু গতকাল ছিল তার উল্টো। এই রাতে সবগুলো গোলই আল নাসর তারকা করেছেন প্রথমার্ধে। রোনালদো গোল করেন ম্যাচের ১১, ২১ ও ৪২ মিনিটে।

প্রথম দুটি গোল ফ্রি কিক থেকে দারুণ শটে আদায় করে নেন রোনালদো। বিরতিতে যাওয়ার ৩ মিনিট আগে হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন তিনি। সৌদি প্রো লিগে সর্বোচ্চ ২৯ গোল করেন রোনালদো।

রোনালদো ছাড়া এই ম্যাচে জোড়া গোল করেন আব্দুল আজিজ সৌদ আল আলিয়া। তিনি গোল দুটি করেন ম্যাচের ৬৩ ও ৮৬ মিনিটে।

বাকি ৩ গোল করেন সাদিও মানে (৩৩ মিনিটে), আব্দুল মজিদ আল সুলাইহিম (৪৪ মিনিটে) ও আব্দুল রহমান গারিব (৫১ মিনিটে)।

রোমাঞ্চকর এই জয়ের রাতেও সৌদি প্রো লিগের পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে থাকা আল হিলাল থেকে ১২ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে আল নাসর। ২৬ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৬২। আর সমান ম্যাচে আল হিলালের পয়েন্ট ৭৪।

ফাঁকা মাঠে কষ্টার্জিত জয়ে
মূল্যবান তিন পয়েন্ট মোহনবাগানের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত ম্যাচে হারের কারণে পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় মোহনবাগানের কাছে। অ্যাওয়ে ম্যাচে পঞ্জাবকে হারিয়ে লিগ শিল্ডের দৌড়ে রইল মোহনবাগানও। ফাঁকা মাঠে ম্যাচ। গত মাসে দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে একটি দুর্ঘটনা হয়েছিল। সে কারণেই রুদ্ধদ্বার ম্যাচ করতে হয়। ফাঁকা মাঠে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের কষ্টার্জিত জয় বলা যায়।

ঘুরে দাঁড়াল মোহনবাগান। দীর্ঘ বিরতির পর আইএসএলে ঘরের মাঠে গত ম্যাচে চেন্নায়িন এফসির বিরুদ্ধে নেমেছিল সবুজ মেরুন। লিডও নিয়েছিল তারা। এরপর প্রতিপক্ষ লিড নেয়। মোহনবাগান সমতাও ফেরায়। শেষ মুহূর্তে নাটকীয় জয় ছিনিয়ে নেয় চেন্নায়িন এফসি। তাদের গোলরক্ষক মোহনবাগানের প্রাক্তনী দেবজিৎ মজুমদার অনবদ্য একটা সেভ করেন। না হলে অন্তত এক পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারত মোহনবাগান।

গত ম্যাচে হারের কারণে পঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় মোহনবাগানের কাছে। অ্যাওয়ে ম্যাচে পঞ্জাবকে হারিয়ে লিগ শিল্ডের দৌড়ে রইল মোহনবাগানও। ফাঁকা মাঠে ম্যাচ। গত মাসে দিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে একটি দুর্ঘটনা হয়েছিল। সে কারণেই রুদ্ধদ্বার ম্যাচ করতে হয়। ফাঁকা মাঠে পঞ্জাবের বিরুদ্ধে মোহনবাগানের কষ্টার্জিত জয় বলা যায়।

ম্যাচের প্রথমার্ধেই এক গোলের লিড নেয় মোহনবাগান। সেটা স্বস্তি-অস্বস্তি দুটোই ছিল। গত ম্যাচে লিড নিয়েও খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল। সে কারণেই যেন অজানা আতঙ্ক। শারীরীক অসুস্থতার কারণে গত ম্যাচের মতো এ ম্যাচেও বেঞ্চে ছিলেন না মোহনবাগানের হেড কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। তাঁকেও স্বস্তি দেবে এই জয়। ৪২ মিনিটে মোহনবাগান এবং ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন দিমিত্রি পেত্রাতোস।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে
খেলবেন না স্টোকস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাম্প্রতিক সময়ে ইংল্যান্ডের টেস্ট অধিনায়ক বেন স্টোকস ব্যক্তিগতভাবে যেমন ভালো করতে পারেননি, তেমনি ইংলিশরাও দলীয় সাফল্য পাচ্ছে না। এরই মাঝে যখন চলতি বছরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দোরগোড়ায়, নতুন করে চমকে দেওয়া এক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্টোকস। গত আসরের ফাইনালের এই নায়ক আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইংল্যান্ড দল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন।

এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। মূলত পুরো গ্রীষ্ম মৌসুমের ক্রিকেট থেকেই বিরতি চেয়েছেন স্টোকস। এর মাঝে আগামী জুনে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বসবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসর। যেখানে নিজের নাম না রাখতে ইসিবিকে অনুরোধ করেছেন ৩২ বছর বয়সী এই তারকা।

ইনজুরি থেকে সেরে উঠতে গত নভেম্বরে ওয়ানডে বিশ্বকাপ শেষে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার করেছিলেন স্টোকস। এর আগে থেকেই তিনি বোলিং বন্ধ রেখেছিলেন। তবে এখনও হাঁটুর চোট থেকে তিনি পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেননি। ফলে ক্রিকেট থেকে বিরতি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ অলরাউন্ডার হয়ে ফিরে আসতে চান এই ইংলিশ তারকা। সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের বিশ্বকাপ শেষে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দুটি তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলবে ইংল্যান্ড। ওই সিরিজ দিয়ে স্টোকস পূর্ণ ফিট হয়ে ফিরতে চান।

আম্পায়ারদের ভুলে
বিশ্বকাপ জয় ইংল্যান্ডের!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রিকেট ইতিহাসে ২০১৯ বিশ্বকাপের ফাইনালকে সবচেয়ে সেরা ফাইনাল বলা হয়ে থাকে। টানটান উত্তেজনা ও নানান নাটকীয়তায় পরিপূর্ণ ছিল ম্যাচটি। শেষ পর্যন্ত সুপার ওভারে রোমাঞ্চে ভরপুর সেই ম্যাচের ফল না এলে বাউন্ডারির হিসাবে শিরোপা নিশ্চিত করে ইংল্যান্ড। এতে ৪৪ বছরের আক্ষেপ ঘুচে ইংলিশদের।

তবে সেদিনের সেই শিরোপা যোগ্যতায় নয়, বরং আম্পায়ারের ভুলেই জিতেছিল ইংল্যান্ড। মাঠের উত্তেজনায় বিষয়টি না বুঝলেও পরদিন ঠিকই বিষয়টি বুঝতে পারেন আম্পায়ার।

দীর্ঘ ৫ বছর পর খোদ সেই আম্পায়ার মাইরাস এরাসমাসই নিজের ভুল করা বিষয়টি জানালেন। আইসিসির এলিট প্যানেল থেকে অবসরের পর দ্য টেলিগ্রাফে এমনটাই জানিয়েছেন প্রোটিয়া এই আম্পায়ার।

ফাইনালে জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের ৩ বলে ৯ রান দরকার ছিল। সে সময়েই আলোচিত ঘটনাটি ঘটে। বেন স্টোকস ও আদিল রশিদের দৌড়ে দ্বিতীয় রান নেওয়ার সময়ে মার্টিন গাপটিলের ছোড়া বল স্টোকসের ব্যাটে লেগে চলে যায় বাউন্ডারিতে। এ ঘটনায় ইংল্যান্ডকে ৬ রান দেন ফিল্ড আম্পায়ার এরাসমাস এবং কুমার ধর্মসেনা। কিন্তু ক্রিকেটের নিয়মে এটি ছিল ৫ রান।

নিয়ম অনুযায়ী, বল ব্যাটে লাগায় ১ রান ও ৪ রান, অর্থাৎ মোট ৫ রান পাওয়ার কথা ছিল ইংলিশদের। কিন্তু ইংল্যান্ডকে ৬ রান দেন মাঠের দুই আম্পায়ার। পরে সেই ১ রানই ছিল ম্যাচ ফ্যাক্টর।

এমসিসি আইনের ১৯.৮-এর ধারা বলছে, 'যদি ওভার-থ্রো বা ফিল্ডারের ইচ্ছাকৃত কোনো কারণে বাউন্ডারি হয়, তবে পেনাল্টির জন্য যে রান তারা নিয়েছে, তার সঙ্গে ব্যাটারদের সম্পন্ন করা চলমান রান যুক্ত হবে। যদি তারা বল ছোঁড়ার সময় একে অন্যকে অতিক্রম করে থাকে।'

সেদিনের ঘটনা নিয়ে এরাসমাসের ভাষ্য, 'পরদিন সকালে আমি হোটেল রুমের দরজা খুলে ব্রেকফাস্টের জন্য যাচ্ছি আর কুমারও একই সময় দরজা খুলে আমাকে বলল, 'তুমি দেখেছ আমরা যে বিশাল ভুল করে ফেলেছিলাম?' আমি কেবল তখনই বিষয়টা জানতে পারি। কিন্তু মাঠে ওই সময়ে আমরা কেবল বলছিলাম ৬। বুঝতেই পারছেন, একে অন্যকে বলছিলাম, ৬, ৬ এটা ৬-ই হবে। বুঝতেই পারিনি, তারা দুজন একে অন্যকে অতিক্রম করেনি। ওটা মাথাতেই ছিল না।'

রস টেইলরকে দেওয়া এলবিডব্লিউ প্রসঙ্গে এরাসমাসের মন্তব্য, 'ওটায় বল উঁচু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে ওরা নিজেদের রিভিউ শেষ করে ফেলেছে। পুরো ৭ সপ্তাহে ওটা ছিল আমার একমাত্র ভুল। আর তারপরে আমি খুবই হতাশ হয়ে যাই। কারণ, আমি যদি পুরো বিশ্বকাপে কোনো ভুলই না করতাম, তবে হয়ত ফল একেবারেই ভিন্ন হতো। আর অবশ্যই ওটা খেলায় কিছুটা প্রভাব ফেলেছে। কারণ, সে (টেইলর) ছিল তাদের অন্যতম সেরা খেলোয়াড়।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুণ্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১

■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR